

2022

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ফিয়োদোর দস্তয়েভস্কি : ফিরে দেখা

Year	2022
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	তপোধীর ভট্টাচার্য
Published online	June 1, 2022
DOI	10.62328/sp.Centennial-Special-Issue.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.Centennial-Special-Issue.4
Pages	৬৩-৮৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ফিয়োদোর দস্তয়েভস্কি : ফিরে দেখা

তপোধীর ভট্টাচার্য*

কী আশ্চর্য প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেছিলেন তিনি, ক্লিষ্ট এই জগৎকে সৌন্দর্যই বাঁচাবে : 'Beauty will save the world'! আমরা যখন মানুষের পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত ক্রূর ও দাম্ভিক শাসকের পৈশাচিক সন্ত্রাসের কবলে বিদীর্ণ হতে দেখছি, সত্তার মুক্ত পরিসর ও স্বাধীনতার প্রতীতি তিক্ত পরিহাসে রূপান্তরিত হয়েছে। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ : এই আপ্তবাক্যে আস্থা যেন প্রতিমুহূর্তে বিচলিত হচ্ছে। যেহেতু সমকালীন ইতিহাস দ্বারা নির্ধারিত অবস্থানই সত্যের নিয়ন্তা, সাম্প্রতিক চোরাবালির অবাধ বিস্তারের উপর দিয়ে বয়ে-আসা প্রতিসত্য (Counter-truth) ও উত্তর-সত্য (Posttruth) এর আর্দ্রতা-শুষে-নেওয়া নৈরাজ্য-সর্বস্ব ধারণা দ্বারা আক্রান্ত হতে হতে আমরা কীভাবে কালান্তরের সাহিত্য-পথিকদের কাছে পৌঁছাব? দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ফিয়োদোর মিথায়েলোভিচ দস্তয়েভস্কির (১৮১৯-৮১) উপন্যাস-গল্প-গদ্যকৃতি থেকে শুধুই কি বিপ্লব-পূর্ববতী রাশিয়ার মানুষ-মানুষীর বর্ণময় বা বিবর্ণ কাহিনি খুঁজব? সত্য-সৌন্দর্য-নৈতিকতা-আলো আর অন্ধকারের দ্বন্দ্ব কি প্রত্নবস্তু কেবল যাদের কোনো প্রাসঙ্গিকতাই নেই এখন?

এইসব জিজ্ঞাসার পক্ষে প্রত্যুত্তরযোগ্যতা আমরা অর্জন করেছি কিনা তা উপলব্ধির জন্য ফিরে যেতে হবে দস্তয়েভস্কির কথাবিশ্ব পর্যটনে। কেননা বয়ানের কোনো 'বাহির' নেই। রুশ সমাজের সময়-গ্রথিত সত্য যা আছে, প্রতিবেদনের গভীরেই আছে। অর্থাৎ রয়েছে নির্মিতি-প্রকরণে, নান্দনিক সহিংসতায়, জীবন-সত্যের বহুমাত্রিক বিচ্ছুরণে। প্রাথমিক তথ্য হিসেবে উল্লেখ করতেই হয় যে বিশ্বব্যাপ্ত অতিমারির এই চলমান দ্বিতীয় বছরে (২০২১) বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম পুরোধা কথাশিল্পী দস্তয়েভস্কির জন্মদ্বিশতবর্ষ পূর্তির স্মারক সময়-ফলক পেরিয়ে যাচ্ছি। আত্মহনন-প্রবণ ও বহুধা-বিভাজিত বাঙালি সমাজের পড়ুয়া কীভাবে তাৎপর্য-সন্ধানে ফিরে তাকাবেন তাঁর কথাবিশ্বের দিকে, এইটেই সবচেয়ে জরুরি বিষয়। অসামান্য এই বাক্স্থপতি একই সঙ্গে সার্থক ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সংবাদপত্রের কলাম-লেখক। এবং, অবশ্যই জীবন-জিজ্ঞাসু দার্শনিক। উনিশ শতকের রাশিয়ায়

---

*প্রাক্তন উপাচার্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম

সামন্ততন্ত্রের পাঁজর থেকে ব্যক্তিচেতনা যখন উদ্ভূত হওয়ার প্রতীক্ষায়, সেই দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ সামাজিক-রাজনৈতিক-আত্মিক আবহ মন্থন করে দ্বিবাচনিক নন্দন-চেতনার জন্মদাতা হিসেবে দস্তয়েভস্কির আবির্ভাব বড়ো বিস্ময়ের।

জীবন-জিজ্ঞাসার আশ্চর্য বহুমাত্রিকতাকে আখ্যানের শিল্পপ্রকরণে যিনি রূপান্তরিত করেছিলেন, আসলে তিনি অতলান্ত বাস্তবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রজালেরই আবিষ্কারক। স্খলনে-পতনে-ভ্রান্তিতে-উত্তরণে যে-মানুষ অনন্য, তার কথা লিখতে ক্লান্তিহীন ছিলেন দস্তয়েভস্কি। এগারোটি উপন্যাসসহ বেশ কিছু বহুচর্চিত গল্পকৃতি রচনা করেছেন তিনি। এছাড়া রয়েছে প্রবন্ধ ও আরও কিছু গদ্যকৃতি। ১৮৪৬ সালে অর্থাৎ পঁচিশ বছর বয়সে বেরোয় দস্তয়েভস্কির প্রথম উপন্যাস *Poor Folk*! আখ্যান ভুবনে তিনি সবচেয়ে বেশি সমাদৃত *Crime and Punishment* (১৮৬৬), *The Idiot* (১৮৬৯) ও *The Karmazov Brothers* (১৮৮০) এর জন্যে। বিশ শতকের অদ্বিতীয় আখ্যানতাত্ত্বিক ও ভাবুক মিখায়েল মিখায়েলোভিচ বাখতিন যে উপন্যাসকে নান্দনিক দ্বিবাচনিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভেবেছেন, সেইজন্যে দস্তয়েভস্কির বয়ানকেই তাঁর ঐ ভাববীজের যথার্থ আদর্শ হিসেবে গণ্য করেছেন। রুশ ও বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বজনমান্য ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয়কে নয়। এর নিগূঢ় তাৎপর্য নিয়ে ভাবতে হয় নিশ্চয়। তবে তার আগে লক্ষ করা যাক, ইতোমধ্যে উল্লিখিত চারটে বই ছাড়া আর কী লিখেছেন দস্তয়েভস্কি : *Mister Prokharchin The Double* (1846), *The Landlady* (1847), *White Nights* (1848), *An Honest Thief* (1848), *A Chirstmas Tree and a Wedding* (1848), *A Faint Heart* (1848), *A Little Hero* (1849), *Netochka Nezvanova* (1849), *Uncle's Dream and the Permanent Husband* (1859), *The Village of Stepanchikovo* (1859), *Huniliated and Insulted* (1861), *A Disgracful Affair* (1862), *Notes from underground* (1864), *The Crocodile* (1865), *The Gambler* (1866), *The Eternal Husband* (180), *Demons* (1871), *A writers Diary* (1873), *Bobok* (1873), *The Raw Youth* (1875), *A Gentle Creature* (1876), *The Peasant Marey* (1876), *The Begger Boy at Chirst's Christmas Tree* (1876), *The Dream of a Ridiculous Man* (1877), *The Grand Inquisitor* (1880) প্রভৃতি।

লেখক-জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে দস্তয়েভস্কি রুশ সমাজের ব্রাত্য ও বিপর্যস্ত বর্গের জীবন-যুদ্ধ ব্যক্ত করেছেন। যাদের নিরালোকগ্রস্ত অস্তিত্ব জুড়ে শুধু হতাশা ও পরাজয়ের গ্লানি, তাদের মর্মযন্ত্রণা অনুভব করার সামর্থ্য সব লেখকের সমানভাবে থাকে না। দস্তয়েভস্কির মধ্যে এই সামর্থ্য তাঁর লেখক-জীবনের সূচনাপর্বেই দেখা গেছে। স্বয়ং টলস্টয় অগ্রজ লেখকের এই গুণটি নির্ভুল ভাবে শনাক্ত করেছিলেন: 'About Dostoevsky you will not ask : what did he want to say? Open any of his pages and you will clearly see his thoughts and feelings, his intentions, his sensations, everything that filled him to overflowing and

demanded an outlet' (দ্রষ্টব্য : *Poor People and stories of the 1840s* : Raduga : Moscow : 1988 এর মলাট লিখন)। কী তাঁর অভিপ্রায়, সৃষ্টিজীবনের প্রথম পর্বেই দস্তয়েভস্কি তা বুঝে নিয়েছিলেন। সমাজের নিচুতলায় যেখানে খুব বেশি আলো পড়ে না, ক্লিষ্ট মানুষের জীবন-কথায় কত অনুভবের মর্মর অশ্রুত রয়ে যায়, সেদিকে আমাদের অভিনিবেশ আকর্ষণ করেছেন।

দুই

প্রবহমান জীবনকে কথাকার কোন চোখে দেখেছেন এবং কীভাবে তার নির্যাস খুঁজে নিচ্ছেন তা অবশ্যই তাঁর বিশ্ববীক্ষার ওপর নির্ভরশীল। উনিশ শতকের সামন্ততান্ত্রিক রুশ সমাজের রুদ্ধতা ও রক্ষণশীলতার দুর্গে যাঁর সত্তা গড়ে উঠেছিল, তিনি কি সবধরনের যথাপ্রাপ্ত বাস্তবকে বিনা প্রশ্নে মান্যতা দিয়ে গেছেন? নাকি ঐ দুর্গের পাথুরে দেয়ালে কিছু কিছু ফাটল ধরার ফলে যে বিবিধ মাত্রাসম্পন্ন ব্যক্তি-পরিসর উদ্ভূত হতে শুরু করেছে-সেই বার্তা কালান্তরের সূচক হয়ে উঠছে দস্তয়েভস্কির কথাকৃতিতে? পাঠকের মনে প্রচ্ছন্ন এইসব প্রশ্ন সমাধান দাবি করে নিশ্চয়। তবে কোনোভাবেই ভোলা যায় না যে আমরা, বাঙালি পড়ুয়ারা, রয়েছি একুশ শতকের তৃতীয় দশকের সূচনাবর্ষে-যখন পিণ্ডীভূত বিশ্ব-পরিস্থিতিতে মানবসত্তা ছিন্নভিন্ন ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে বসেছে। উত্তরমানবতন্ত্রী পরিসরে আধুনিকোত্তরবাদী ভাবনাসন্ত্রাস প্রতিনিয়ত প্রতিসত্য (Countertruth) ও উত্তরসত্য (posttruth)-এর চোরাবালিকে প্রসারিত করছে। এ সময় কম-বেশি ১৬০ বছর আগেরকার রুশ সমাজব্যবস্থায় উৎপাদিত সত্য-নৈতিকতা-নন্দনের সংহিতা থেকে কোন পদ্ধতিতে তাৎপর্য খুঁজে নেব? আমূল পরিবর্তিত চিন্তা-আকরণের সঙ্গে মানানসই করে দস্তয়েভস্কির সাহিত্যকৃতির উপযোগিতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিচার করব কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে? গত দুই শতাব্দীতে রুশ সমাজ যেমন বিস্ময়কর ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের বহুমাত্রিক ইতিহাসকে আগপাশতলা পালটে নিয়েছে, তেমনই বাঙালির সাহিত্য-প্রতীতিও বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক অভিঘাতের টানাপোড়েনে অজস্রবার রূপান্তরিত হয়েছে। এই সামগ্রিক দ্বিবাচনিক আবহ যিনি মনে রাখেন, তাঁকেই যথার্থ পাঠক বলতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে মনোযোগী পড়ুয়াদের মধ্যেও দস্তয়েভস্কির পরিগ্রহণ স্বতন্ত্রপথগামী। এবং, তা-ই স্বাভাবিক। বস্তুত প্রত্যেক পাঠকেরই কাছে আলাদা দস্তয়েভস্কি উদ্ভাসিত হতে পারেন। দান্তে-শেক্সপিয়ার-গ্যয়ঠেকা-বালজাক-টলস্টয়-টমাস মান-কামু-কাফকা-সারামাগো-মার্কেজ এবং রবীন্দ্রনাথের মতো অনন্য স্রষ্টাদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। দস্তয়েভস্কির মতো সার্থক কথাকারের সৃষ্টিও সমস্ত পাঠকের কাছে একই ভাবে প্রতিভাত হয়নি। *Crime and Punishment* কিংবা *The Idiot* এর নির্যাস পর্বে-পর্বান্তরে ভিন্নভিন্ন পাঠক-প্রজন্মের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। কেননা বয়ানের

গভীরে নিহিত থাকে তাৎপর্য-প্রতীতির বিচিত্র সব অবতল। দস্তয়েভস্কি মানবিক অস্তিত্বের অজস্র কৌণিকতার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন। ১৮৬৯ সালে অ্যাপোলোন মাইকোভকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, এটাই প্রকৃষ্ট সময় যখন দীর্ঘ কবিতায়, বিভিন্ন প্রতিবেদনে সমগ্র রুশ ইতিহাসের পর্বসন্ধিগুলি সৃজনাত্মক ভাবে পুনরুত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। তাতে পাঠকেরা বুঝে নেবেন, চলমান সামাজিক ইতিহাসের নিষ্কর্ষ কীভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। ফলে 'They will be more than poems, more than a literary pursuit : they will be scholarly works sermons, endeavours' (Letters : Vlo. II : P193 : *The Aesthetics of Dostoevesky* বইতে Nadezhda Kashina দ্বারা উদ্ধৃত : Raduga : Moscow : 1987 : 207.)

দস্তয়েভস্কির প্রথম উপন্যাস *Poor Folk*-র প্রধান কুশীলব মাকার ডেভুশকিনের বাচনে সম্ভাব্য লেখকের প্রত্যয় ও অনুভূতি চমৎকার প্রতিফলিত হয়েছে : 'A feast of literature! Its so lovely, like flowers, there is no other word for it. You can make a bouquet out of every page!... It's a good thing literature is, Varenka, really good. That's what I learned from them the day before yesterday. A profound thing, too. Its edifying and fortifying, and all this and a good deal more is to be found about it in their book! And so well written! Literature is a picture, that is a picture of a kind and a mirror; is expresses passion, gives fine criticism, instruction and is also a record of life. I got all this from them.` (*Poor People* : Raduga : Moscow : 1988 : 83)। সাহিত্যবোধের এই যে প্রগাঢ় আন্তরিক অভিব্যক্তি, (সাহিত্য হলো ছবি, সাহিত্য হলো আয়না) তা কি মাকার ডেভুশকিন-এর বাচনে নিয়ন্তা লেখক-স্বরের নিজস্ব উপলব্ধির বিচ্ছুরণ? লেখক-জীবনের সূচনাপর্বে, প্রথম উপন্যাসেই, দস্তয়েভস্কি কি সরাসরি পাঠকদের সম্বোধন করে কোনো ভণিতা ছাড়াই নিজস্ব নান্দনিক সংহিতার প্রস্তাবনা করে নিলেন? কিন্তু দু'জনের চিঠি আদান-প্রদানের সূত্রে যে-উপন্যাসের নাট্যাবেগ খচিত কাহিনির পরিসরে উচ্চাবচতা আভাসিত হয়েছে, তাতে একটু আগে উদ্ধৃত সাহিত্যবোধের অভিব্যক্তি কতটা প্রাসঙ্গিক? তবে দূরবর্তী কিছু ইশারা হিসেবে দর্পণের চিত্রকল্পসহ সংরক্ত আবেগের অভিব্যক্তি, সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন সমালোচনা, জীবন-যাপনের প্রশিক্ষণ প্রণালী এবং সবার উপরে অভিজ্ঞতার নথি : এই সব কিছুর সম্মেলক প্রতিবেদন হিসেবে সাহিত্য-কৃতিকে নিশ্চয় গ্রহণ করা চলে। জীবনের প্রথম উপন্যাসে ইঙ্গিত উৎকর্ষ যদিও বা অধরা রয়ে গেছে, এই বইটি দস্তয়েভস্কিকে নিজের মুখোমুখি হতে অবশ্যই সাহায্য করেছে।

অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে ফিয়োদোর দস্তয়েভস্কির জীবনকথার কিছু অনুষঙ্গের প্রতি নিবিড় দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। ইগোর ভোলগিন তাঁর বয়ানের সূচনায় মস্কোর

প্রখ্যাত ট্রেটিয়াকোভ শিল্পসংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বনামধন্য চিত্রকর পাভেল ট্রেটিয়াকোভের এই মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : 'তোমাদের অন্তর্জীবনে দস্তয়েভস্কি কী ভূমিকা নিয়েছেন, আমার জানা নেই। কিন্তু আমি এবিষয়ে নিশ্চিত যে এসময় এমন কোনো সংবেদনশীল মানুষ কোথাও নেই যাঁর কাছে দস্তয়েভস্কি এই বার্তা পৌঁছে দেননি : জীবন কোনো প্রমোদের উৎসব নয় – তা আসলে অতলান্ত ট্র্যাজেডি।' উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে যাঁর শৈশব ও কৈশোর উত্তীর্ণ হয়েছে, সেই মানুষটি আজীবন খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের প্রতি প্রবল আনুগত্যবশত নৈতিকতা-পাপপুণ্য-সত্যমিথ্যা সম্পর্কিত বোধ দ্বারা সঞ্চালিত হয়েছেন। আবার পাশাপাশি তাঁকে আন্দোলিত করেছে সমকালীন সমাজের নিরবচ্ছিন্ন ভাঙন ও অনিশ্চয়তাজনিত জিজ্ঞাসা। আর, সেই জিজ্ঞাসার মন্থনে নিয়ত জেগে-ওঠা ট্রাজিক সংবিদ। গোষ্ঠীচৈতন্য থেকে ব্যক্তি-সত্তার ক্রমবর্ধমান দূরত্ব যে অনন্বয়-স্ববিরোধিতা-কূটাভাসের আবর্ত তৈরি করছিল, সেইসব কিছুর অভিঘাত ভাবিয়েছে দস্তয়েভস্কিকে। বহির্জগতের সমস্যা অবশ্যই সংবেদনশীল লেখককে চিন্তিত করে, অন্তর্জগতের সংকটের প্রেক্ষিতে মানববিশ্বের কল্যাণ সম্পর্কে অবহিত জিজ্ঞাসা-প্রবণ জীবন-পথিককে তা আরও গভীরে অবগাহনে উদ্বুদ্ধ করে। নইলে *Crime and Punishment* বা *The Idiot* রচিত হত না। লেখা হতো না *The Karmazov Brothers* ও।

বিশ্বসাহিত্যের এইসব বহুবন্দিত উপন্যাস কি কেবল কাহিনি-গ্রন্থনার অনন্যতা, মানব-স্বভাবের বিস্ময়কর গ্রন্থিলতা এবং অন্তহীন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সত্তা ও সংবিদের গোলকধাঁধা নির্মাণের জন্যেই স্মরণীয়? নাকি ঘটনাসংকুল কাহিনি প্রয়োজনীয় নির্মোক ছাড়া অন্য কিছু নয়? দস্তয়েভস্কির মতো দার্শনিক কথাকারের প্রকৃত ঈপ্সিত হলো সময় ও পরিসরে গ্রথিত মানব-জীবনের বহুমাত্রিক তাৎপর্য সম্পর্কে নিরবচ্ছিন্ন জিজ্ঞাসা-পরম্পরার সুচারু উত্থাপন এবং সম্ভাব্য পাঠকের প্রত্যুত্তর ও যোগ্যতার পরিমাপ। মিখায়েল বাখতিন দস্তয়েভস্কির নন্দন সম্পর্কিত তাঁর বিশ্ববিখ্যাত প্রতিবেদনে এই মন্তব্য করেছিলেন : 'Dostoevsky made the spirit an object of aestheticae contemplation, he saw the spirit as people before him were only able to see the body and the soul'। দস্তয়েভস্কির নান্দনিক উপলব্ধির অন্বিষ্ট যদি হয় কায়িক অস্তিত্বের দৃশ্য ও অদৃশ্য শৃঙ্খল-মোচনের মধ্য দিয়ে আত্মিক উত্তরণের পথ ও পাথেয় সন্ধান, এই অভিপ্রায় অধিবিদ্যার পরিধি স্পর্শ করবেই। পারিবারিক সূত্রে অর্জিত খ্রিষ্টীয় নৈতিকতা দস্তয়েস্কির চিন্তাভুবনে মৌলিক আধারশিলা হিসেবে নিয়ত জাগ্রত বলেই যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, সাফল্য-ব্যর্থতা, পাপ-পুণ্য, অপরাধ-প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কিত নিজস্ব অধিবিদ্যাশ্রিত বোধকে উপন্যাসের আধার ও আধেয়ে রূপান্তরিত করেছেন তিনি। *Poor Folk* থেকে তাঁর শিল্পিত নির্মাণের যে-অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল, প্রতিটি প্রতিবেদনে ব্যক্ত হয়েছে সেই নিয়ত সঞ্চরমান প্রক্রিয়ার নিয়ামক পার্থক্য-প্রতীতি। সেইজন্য এক বয়ান থেকে অন্য

বয়ানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে নিরবচ্ছিন্ন আত্মবিনির্মাণের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তিনি। তবু, ট্র্যাজিক সংবিদ সম্পর্কে অনিবার্য কিছু প্রশ্ন এড়ানো যায় না।

তিন

অন্তহীন বিস্ময়ের আকর যে-মানুষ, জীবন-ব্যাপ্ত বেদনা-সমুদ্র মন্থন করে তার চলাচল পর্যবেক্ষণ করেছেন সংবেদনশীল কথাকার দস্তয়েভস্কি। সেইজন্যে মানুষের বিচিত্র চাওয়া-পাওয়া রিক্ততা-আকাঙ্ক্ষার বয়ান নির্মাণে তিনি ক্লান্তিহীন। মানুষের জীবনে কেবল প্রকট জয়-পরাজয় নেই, অপ্রকাশ্য দহন-ব্যর্থতা-যন্ত্রণার দাপটও কম নয়। গোপন রক্তক্ষরণের মর্মান্তিক ইতিহাস দেখতে পান কেবল দ্রষ্টা চক্ষুর অধিকারী কথাকার। মনস্তত্ত্বের জটিল গ্রন্থনা তাঁর নখদর্পণে উদ্ভাসিত হয়। দস্তয়েভস্কিকেও অনেকে দক্ষ মনস্তত্ত্ববিদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং লেখক জীবনের অন্তিম বছরে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, 'People call me a psychologist : It is not true, I am merely a realist in the highest sense of the word, that is, I probe all the depths of the human soul.'। মানব-সত্তার গভীরে অবগাহনের এই আকাঙ্ক্ষাই বিভিন্ন বর্গের চলিষ্ণু মানুষের অন্তর্জীবনের ভাঙা-গড়ায়, আলো-আঁধারেতে মগ্ন হতে দস্তয়েভস্কিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। মানব-অস্তিত্বের মর্যাদা পরাজয়ে ক্ষুণ্ন হয় না, যন্ত্রণায় দগ্ধ হলেও খর্ব হয় না মানুষের মহিমা। বরং তার মনের গহনে প্রচ্ছন্ন আশ্চর্য কিছু দ্যুতি আবিষ্কার করেন দস্তয়েভস্কির মতো কোনো কথাকার । যেসব সমস্যাদীর্ণ ভাঙা-মানুষেরা লাঞ্ছিত-বিধ্বস্ত-অপমানিত, তাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা নানাভাবে প্রান্তিকায়িত হওয়ার ফলে অন্তর্জগতে যে উথাল-পাথাল দেখা দেয়––মানব-মনের গভীর অতলে অন্তর্ভেদী রঞ্জনরশ্মি ফেলে সেই সব কিছুর নিষ্কর্ষ খুঁজে নিয়েছেন কথাকার। দস্তয়েভস্কির এই প্রবণতাই তাঁর বিখ্যাত 'Underground man' (গুহায়িত মানুষ) ধারণার আবিষ্কারে পর্যবসিত হয়েছে।

কথাকার স্বয়ং জানিয়েছেন : 'Only I alone have discovered the tragedy of the 'Underground man', comprising suffering, self-reproach, an awareness of better things and the impossibility of achieving them and most important of all, a dazzling conviction maintained by these unfortunates that was no sense in improving themselves.'। উনিশ শতকের সেই বিবিধ অস্থিরতা ও অনিশ্চতায় বেপথুমান ছয়টি দশকে (১৮২১-১৮৮১) দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ অথচ আপাত-দিশাহীন ইতিহাসের তাড়নাতেই কি তবে দস্তয়েভস্তি ১৮৬৪ সালে তাঁর বিখ্যাত গল্পকৃতি 'Notes from the underground' লিখেছিলেন? সেই ষাটের দশকে রচিত 'The Gambler' (১৮৬৬) উপন্যাস এবং 'A Most Unfortunate Incident' (১৮৬২), 'Notes from the Underground' (১৮৬৪) ও 'The Eternal Husband' (১৮৬৯-৭০) নামে গল্পকৃতিগুলিতে প্রধান কুশীলবেরা প্রত্যেকেই ভাবনাপৃথিবীর বাসিন্দা। কোনো কোনো আলোচকের মতে এরা আসলে 'ideologues' এবং 'martyrs of

thought' যারা ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে গোষ্ঠী-চৈতন্যের বিকাশরীতি উপলব্ধি করতে চায়। জীবন ও জগতে তাদের প্রকৃত অবস্থান কোথায়, এইটেই যেন অন্বিষ্ট।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জিত হলো কিনা, সুখ কতখানি প্রাপণীয় : এর চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্ব পায় সত্তার তাৎপর্য কতটা স্পষ্ট হলো! দস্তয়েভস্কির বীক্ষার স্বাতন্ত্র্য বুঝে নিই *The Gambler* উপন্যাসের প্রধান কুশীলব সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্যে : 'He is a gambler, and not a simple gambler…He is a poet in his own way, but he himself is ashamed of this poetry, for he deeply feels its unworthiness, albeit this craving for risk does ennoble him in his own eyes.'। অথচ যে-জুয়াড়ির কথা লিখেছেন তিনি, জুয়া খেলায় আসক্তি সেই মানুষটির এত সর্বগ্রাসী যে প্রেমিকার ভালোবাসা জয় করার আকাঙ্ক্ষাও নিতান্ত গৌণ হয়ে পড়ে। জুয়াড়ির মনের গহনে দস্তয়েভস্কি যে এমনভাবে ডুবুরির মতো সঞ্চরণ করতে পেরেছিলেন এর কারণ তিনি নিজে এই বিপজ্জনক প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। আন্না গ্রিগোরিয়েভনার সঙ্গে দাম্পত্য-জীবনের সূচনাপর্বে আত্মীয় পরিজনের অস্বস্তিকর দাবি এবং অজস্র ঋণদাতাদের চাহিদার চাপ এড়াতে দস্তয়েভস্কি চার বছর ধরে ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেসময় রাশিয়ার বিভিন্ন সাময়িকপত্রে নিয়মিতভাবে তবু লেখা পাঠিয়েছেন তিনি যাতে তাঁর সৎছেলে পাভেল ইসায়েভ ও অকালমৃত দাদা মিখায়েলের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য যোগান দিতে পারেন। আর্থিক সংকট জনিত তিক্ততা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সেসময় কার্যত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তিনি জুয়া খেলায় আসক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৬৬ সালের অক্টোবরে দস্তয়েভস্কি যখন ২৬ দিন ধরে ভাবী স্ত্রী আন্না গ্রিগোরিয়েভনাকে *জুয়াড়ি* উপন্যাসের শ্রুতলিপি একটানা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি কি জানতেন তিন বছর যেতে-না-যেতে জুয়ার সর্বনাশা উন্মাদনা তাঁর জীবনেও কঠোর বাস্তব হয়ে উঠবে? এতটাই কপর্দকশূন্য ও মরিয়া হয়ে পড়েছিলেন তিনি যে স্ত্রীর পোশাক পর্যন্ত একবার বাজি ধরেছিলেন।

এ-সম্পর্কে দস্তয়েভস্কি স্বয়ং এই মন্তব্য করেছিলেন : 'In everything and always I go to the limit, all my life I've been going beyond the limit,'। বস্তুত আন্নার অপরিসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ছাড়া সীমালঙ্ঘনের প্রবণতা জনিত আত্মসৃষ্ট সংকটের আবর্ত থেকে দস্তয়েভস্কি উত্তীর্ণ হতে পারতেন না। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে লেখা পাঠানোর সময়সীমা মেনে চলা ছিল বাধ্যতামূলক। তাই নিরবচ্ছিন্ন কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প ছিল না কোনো। যেহেতু মূল রচনা শুরু করার আগে বারবার তিনি পরিকল্পনা বদল করতেন, চূড়ান্ত বয়ান হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি খুব কৌতূহল-ব্যঞ্জক। তাঁর দেহাবসানের পরবর্তী ১৪০ বছর ধরে উপন্যাস-ভাবুকেরা পৃথিবীর নানা প্রান্তে এ বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনা করেছেন। এতবার দস্তয়েভস্কির জীবনে পর্বান্তর

ঘটেছে যে অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার পরিপূর্ণ ছিল মানুষের বিচিত্র উন্মোচন জনিত দীর্ঘশ্বাসে-হাহাকারে-অনিবার্য গরলে।

স্বভাবত অপ্রাপণীয়ের অধরা মাধুরীর চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় প্রকট ছিল ব্যর্থতা-অনুতাপ-পরাভব-অমঙ্গলজনিত দুর্মর পীড়াবোধ। যারা অনভিজাত ও প্রান্তিক উৎস-জাত তুচ্ছ-ক্ষুদ্র মানুষ (Little Man), গুহায়িত মানুষ (Underground Man), – খ্রিষ্টীয় নৈতিকতার বলয় থেকে বিচ্ছুরিত উত্তরণ-চেতনা থেকে নিজেদের বঞ্চিত ভেবে যাদের সন্তাপের শেষ নেই, দস্তয়েভস্কি তাদের অন্তর্লোকে দৃষ্টিপ্রসারিত করেছেন। বিজ্ঞ পাঠক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন : 'Virtue did not trumph but it remained unvanquished' এই যে অপরাজেয় নীতিবোধের উপলব্ধি তা অবশ্যই *Crime and Punishment*-এর মতো অতুলনীয় উপন্যাসে মর্মরিত হয়েছে। তবে সেইসঙ্গে একথাও মনে আছে, ঘটনার বিন্যাস-প্রতিন্যাসে এবং কুশীলবদের মনস্তত্ত্বের ঊর্ণাতন্তু বয়নে কথাকারের আশ্চর্য দক্ষতাও একমাত্র বিবেচ্য নয়। কাহিনির প্রতীয়মান আকরণের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ গভীর আকরণে নিহিত জীবন-সত্য। এই সত্য যুগপৎ নৈতিকতার ও অধিবিদ্যার, সত্তাতত্ত্বের ও তাৎপর্য-প্রতীতির।

চার

এই প্রেক্ষিতে অনিবার্যভাবে মনে আসে যুগপৎ রুশ ও বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম চিরজীবী উপন্যাস *Resurrection* (1900) এর কথা। টলস্টয়ের এই অসামান্য আখ্যানের কেন্দ্রীয় কুশীলব প্রিন্স ডিমিত্রি ইভানোভিচ নেখল্যিউডোভ তারুণ্যের অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়-সংরাগের তাড়নায় গ্রামীণ তরুণী কাট্যিউশাকে ভোগ করেছিল। এই কাট্যিউশা বা কাটেরিনা মাশলোভা কুমারী অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় যে বিপুল লোকলজ্জার মুখোমুখি হয়, সেই বিন্দু থেকে কয়েক বছর পরে হত্যার সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত হয়ে বিচারাধীন বন্দিনীতে পরিণত হওয়ার মধ্যে অপরাধ ও শাস্তির রৈখিক অভিব্যক্তি দেখতে পাই। পাঠক জানেন, বহুরৈখিক কাহিনি তাতেই শেষ হয়ে যায়নি। ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে অপরাধবোধ এবং শাস্তির প্রকরণেও বিপুল রূপান্তর ঘটে গেছে। বিশেষত প্রিন্স নেখল্যিউডোভের ক্ষেত্রে। তার বোধোদয়েরও ঘটেছে নানা বিবর্তন। যেমন একটি বিন্দুতে (স্পষ্টতই লেখক টলস্টয়ের দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে) নায়ক এরকম ভেবেছে : 'The animalism of the brute nature in man is disgusting… but as long as it remains in its naked form we observe it from the height of our spiritual life and despise it; and-whether one has fallen or resisted-one remains what one was before. But when that same animalism hides under a cloak of poetry and aesthetic feeling and demands our worship-then we are swallowed up by it completely and worship-

animalism, no longer distinguishing good from evil then it is awful.' (*Resurrection* : Raduga : Moscow : 1982 : 339)

এই ভাবনায় বোধের যে উচ্চাবচতা আভাসিত হয়েছে, তা টলস্টয়ের মহা-আখ্যানে এবং নেখল্যিউডোভের উত্তরণ-কথায় শেষ পর্যন্ত একই মাত্রার উপলব্ধি বিচ্ছুরণ করেছে কিনা সেই পর্যালোচনা এখানে করছি না। কিন্তু নেখল্যিউডোভ যে 'animalism of the brute nature in man'-এর কথা ভেবেছে, তারই আরেকরকম প্রকাশ কি *Crime and Punishment*-এর মধ্যেও দেখি না – এই জিজ্ঞাসা দুর্নিবার। ১৮৬৬ সালে রচিত অপরাধ ও শাস্তির আখ্যান রুশ পাঠকদের গভীরভাবে আলোড়িত করার তিন দশক পরে টলস্টয় তাঁর দ্বিতীয় ম্যাগনাম ওপাস 'Resurrention' বইতে ঐ আখ্যানবীজের ভিন্নগোত্রীয় সম্প্রসারণ করলেন। বস্তুত তিন দফায় বইটি লেখা হয়েছিল : ১৮৮৯-১৮৯০, ১৮৯৫-১৮৯৬ ও ১৮৯৮-১৮৯৯। রচনা শেষ হয় ১৮৯৯-এর ১৫ ডিসেম্বর। অপরাধ ও শাস্তির সামাজিক, নৈতিক ও আত্মিক তাৎপর্য নিয়ে টলস্টয়ের ভাবনা, দস্তয়েভস্কির প্রতিতুলনায়, ভিন্ন পথগামী। বস্তুত শিল্পকলা কেন – এ বিষয়ে ঐ মহাগ্রন্থ রচনার সমকালে টলস্টয় যে ভাবছিলেন, এর নিদর্শন হলো ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত *What is Art* নামের পুস্তিকা। কিন্তু এই প্রসঙ্গ আপাতত এই পর্যন্ত।

কেউ বা ভেবেছেন, ডিমিত্রি নেখল্যিউডোভ আসলে ছদ্মবেশী টলস্টয় (দ্রষ্টব্য : হুগ ম্যাকলিয়ান : *রিজারেকশন* : কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস : ২০০২ : ১০০)। কিন্তু রাসকোলনিকোভকে তো ছদ্মবেশী দস্তয়েভস্কি ভাবতে পারি না। *Crime and Punishment* পড়তে পড়তে ঐ বোধ ক্রমশ দৃঢ়তর হয় যে জীবনের মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন দ্বিবাচনিকতার ঊর্ণাতন্তু বয়নকেই লেখক স্পষ্টতর করে তুলেছেন। যথাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধির নির্যাস যত নিঙড়ে নিচ্ছেন লেখক, ততই তাঁর বিশিষ্ট বীক্ষণপদ্ধতি উজ্জ্বলতর হচ্ছে পাঠকের কাছে। লেখকের কাছে আমরা শুধুমাত্র রাসকোলনিভোকে এবং তার উপস্থাপনসূত্রে অপরাধ ও শাস্তির বহুমাত্রিক তাৎপর্য বুঝে নিই না, এও অনুভব করি যে অণুবিশ্ব নির্মাণ-প্রকরণের প্রধান অন্বিষ্ট হলো : আপাত-অসামঞ্জস্য থেকে উত্তীর্ণ হয়েই সংযোগ-সামর্থ্য অর্জনীয়। উপন্যাসের বয়ান তো নিছক চিত্ততোষক কাহিনির গ্রন্থনামাত্র নয় কিংবা নয় কুশীলবদের সাফল্য-ব্যর্থতার বিবরণ। একটু আগে যে দ্বিবাচনিকতার শিল্পিত উপস্থাপনার কথা লিখেছি, সেই সূত্রে ঔপন্যাসিক পাঠকৃতির বহুস্বরিকতা ও অনেকার্থদ্যোতনার যথাযথ বিশ্লেষণই ঈপ্সিত। তবে দস্তয়েভস্কি যে লেখক-জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই স্বতন্ত্রপথগামী তাগিদে ক্রমাগত আত্মবিনির্মাণ করে গেছেন, ঐ সত্য ১৮৪০-এর দশকেই স্পষ্ট হয়েছিল *Poor Folk*, *The Landlady* ও *White Night*-এর রচনায় কিংবা ১৮৬০-এর দশকে *The Gambler*-এর পরে *Notes from the Underground*-এর লিখন-নৈপুণ্যে।

দস্তয়েভস্কির দেহাবসান হওয়ার প্রায় অর্ধ-শতক (৪৬ বছর) পরে নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন স্বপ্ন-সম্ভব দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সংস্থার কত বড় মৌলিক পরিবর্তন হতে চলেছে, দস্তয়েভস্কির পক্ষে তা পূর্বানুমান করা সম্ভব ছিল না। পাঠক হিসেবে সে-ধরনের কোন ইচ্ছাপূরণমূলক প্রত্যাশা করা সংগতও নয়। জীবনের কথকতায় উপসংহার নেই; নেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সমর্থনও তবু এও অনস্বীকার্য সত্য যে এত বড় মাপের একজন কথাকার কখনও সমাজ-সংবিদের গভীরে প্রচ্ছন্ন অস্থিরতা-অনিশ্চয়তা-উৎকণ্ঠা ও রূপান্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। আর যাই হোক, দস্তয়েভস্কি কখনও সমাজ প্রেক্ষিতে অন্তবর্তী অন্ধবিন্দুগুলি সম্পর্কে নির্লিপ্ত ছিলেন না। জীবনের তাৎপর্য-সন্ধান কত বিচিত্র পথে ব্যক্ত হয়, সে-সম্পর্কে সংবেদনশীলতা *Poor Folk* এর মতো প্রথম উপন্যাসে আভাসিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে *The Gambler*, *The Idiot* ও *The Karmazov Brothers*-এর মতো আখ্যানে তা বিচিত্র ও বিশদ অভিব্যক্তি অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে লিখেছি, প্রথম উপন্যাসেই তিনি মাকার ডেভুশকিনের জবানিতে জানিয়েছিলেন, সাহিত্য হলো বিশেষ ধরনের ছবি এবং আয়না যাতে আমাদের তীব্র সংরক্ত আবেগ, জীবন-সমালোচনা, জীবন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং পঞ্জীয়ন যুগপৎ প্রকাশ পায়। ভাইয়ের কাছে লেখা চিঠিতে (১ : ১৩০) এই ভাবনারই প্রতিধ্বনি লক্ষ করি : সাহিত্যকে আমি লোকজীবনের অভিব্যক্তি মনে করি যার জন্য সমাজ দর্পণে তার প্রকৃত চেহারাটি দেখতে পায়। 'ভ্রেম্যা' ও 'এপোখা' সাহিত্যপত্রে তাঁর নিয়মিত কলামগুলিতে এবং বিশেষভাবে তাঁর নিজেরই সম্পাদিত এবং স্বরচিত *A Writer's Diary*-তে আপন সাহিত্য-ভাবনা যেভাবে স্পষ্ট লিখে গেছেন, তাতে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে সমকালীন রাশিয়ার চলমান ইতিহাস এবং সমাজ-বাস্তবতার নির্যাস উপলব্ধিই তাঁর অন্বিষ্ট।

দস্তয়েভস্কির আখ্যানবিশ্ব নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে এবং দার্শনিক প্রতীতির বিভিন্ন সংরূপ এদের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। অপরাধ ও প্রায়শ্চিত্ত সংক্রান্ত উপলব্ধির বিবিধ বিচ্ছুরণ যেমন *Crime and Punishment* এর বয়ানে ব্যক্ত হতে দেখি, তেমনই *The Idiot*-এর অণুবিশ্ব জুড়ে দেখতে পাই মানব-স্বভাবের বিচিত্র কৌণিকতার শিল্পিত উদ্ভাসন। আলোচকদের মতে তাঁর বয়ানের গভীরতর আকরণই তাৎপর্যের প্রকৃত আশ্রয়ভূমি; ঘটনা ও বিবরণের আপাত-আকরণ প্রকৃতপক্ষে আবশ্যিক নির্মোক মাত্র। এই বিষয়টি যখন বুঝে নিই, এও স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে সার্থক কথাকার সমাজের শিক্ষাদাতা ও দিশা-নির্দেশক। তিনি ভোলেননি কখনও : 'Man is a mystery Which has to be unraveled. And do not say you have been wasting your time if you have tried to unravel it all your life. I am engaged in that since I want to be a man'। এই যে মানুষ নামক অবাধ অগাধ অস্তিত্বের রহস্য উন্মোচনে সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন দস্তয়েভস্কি, তা-ই তাঁর বিবেচনায় মানুষ হওয়ার শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান।

পাঁচ

পরবর্তীকালে তাঁর অশুভ-চেতনা ও অসুন্দর বিশ্লেষণ এবং জীবন-বোধের অসামঞ্জস্য ও অনন্বয়বোধ নিয়ে অনেকেই ভেবেছেন। তাঁর আখ্যান-বিশ্বে নিহিত অস্তিত্বতাত্ত্বিক সংকেত ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যায় হয়ে উঠেছে আগ্রহোদ্দীপক। দস্তয়েভস্কি স্বয়ং এই মন্তব্য করেছিলেন : মানুষ নিরন্তর আত্মশুদ্ধির পথে সত্তার উত্তরণ কীভাবে ঘটাতে চায়, তা আবিষ্কারের সূত্রেই গড়ে ওঠে নন্দনের নতুন সংহিতা। আর, সেই সব মুহূর্তই মানবাত্মার সবচেয়ে সুন্দর ও পরিশীলিত ক্ষণ। তবে কিছুতেই একথা ভোলা চলে না যে বরেণ্য এ কথাকার নিছক ব্যক্তিসত্তার সংকট নিয়ে ভাবেননি। প্রবহমান মানব জীবনের সামূহিক অভিযাত্রায় কূটাভাস-আত্মিক পীড়া-অপরিমেয় যন্ত্রণা তাঁর রচনায় সার্থক বাণীরূপ পেয়েছে। তাই প্রতিটি নতুন পাঠক-প্রজন্ম দস্তয়েভস্তির আখ্যানবিশ্বে তাৎপর্য-প্রতীতির স্বতন্ত্র উপাত্ত খুঁজে পেয়েছে। যাঁরা তাঁর মাতৃ পিতৃকুলের পরিচয় সন্ধান করেছেন, তাদের মনে হয়েছে, বাবা মিখায়েলের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ফিয়োদোর অর্জন করেছিলেন জীবনের রৈখিকতা ভেঙে দিয়ে নতুন সূচনার প্রত্যাহ্বান মোকাবিলা করার মানসিকতা।

বাবা মিখায়েল যেমন কুড়ি বছর বয়সে উক্রেইনের বাড়ি ও পারিবারিক বলয় থেকে বেরিয়ে এসে মস্কোয় পাড়ি দিয়ে চিকিৎসাবিদ্যায় পাঠ নিয়েছিলেন, ফিয়োদোরও তেমনই তেইশ বছর বয়সে (১৮৪৪ সালে) আচমকা পরিবারের সবাইকে সচকিত করে নিশ্চিত বন্দরের আশ্রয় থেকে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ জীবন-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন। একে হঠকারিতা ভাবতে পারি কিংবা বলতে পারি জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে জুয়াড়ির মানসিকতায় সব সম্ভাবনা ও আশঙ্কাকে সমানভাবে প্রত্যাহ্বান জানানো। ভাইয়ের কাছে চিঠিতে ফিয়োদোর (যে-নামের অর্থ হলো ঈশ্বরের দান) জানিয়েছিলেন : 'আমি প্রেতাবিষ্ট জনের মতো পরিশ্রম করতে তৈরি।' আসলে তিনি একজন সম্পূর্ণ মানুষ হতে চাইছিলেন বলেই এমনভাবে আত্মবিনির্মাণ করে নিচ্ছিলেন। যে-মানুষকে তিনি নিজেই পরে 'রহস্য' ও 'ধাঁধা' বলে বর্ণনা করেছেন, তার অন্তর্নিহিত স্বরূপ উন্মোচনের জন্যে নিজেকেই ইন্ধন করে তোলা ছিল তাঁর পদ্ধতি। ইতোমধ্যে লক্ষ করেছি, *Poor folk* দস্তয়েভস্কিকে রাতারাতি বিখ্যাত করেছিল। সে-সময়কাল সুপারিচিত রুশ সাহিত্য-সমালোচক ও স্বভাববাদী চিন্তা-প্রস্থানের প্রধান প্রবক্তা ভিসারিয়োন বেলিনস্কি লেখককে বিপুল প্রশংসায় ভূষিত করায় সর্বত্র তিনি আদৃত হতে থাকেন। তখন বেলিনস্কি কার্যত সহিত্যের ভালো-মন্দ সম্পর্কে চূড়ান্ত অভিমত দেওয়ার অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন।

স্বভাবত নবীন লেখক হিসেবে অপ্রত্যাশিত অভিনিবেশের কেন্দ্র হওয়াতে দস্তয়েভস্কি যথেষ্ট আপ্লুতও হয়েছিলেন। বেলিনস্কির ঈপ্সিত ছিল নতুন প্রকরণে ব্যক্ত সামাজিক

উপন্যাস যাতে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিন্যাসও উপেক্ষিত হবে না। নবীন কথাকার 'নতুন গোগোল' অভিধাও অর্জন করেছিলের। *Poor Folk* বইতে মাকার ডেভুশকিন ও বারবারা অ্যালেক্সেয়েভনার মধ্যে যত চিঠির বিনিময় হয়েছে, সেইসূত্রে ব্যক্ত হয়েছে সম্পর্ক ও আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র টানাপড়েন। তাদের বয়ানে অন্য যে সব মানুষ উঁকিঝুকি দিয়েছে, তাতে কখনও প্রকট কখনও প্রচ্ছন্ন যৌন সম্পর্কের আততিতে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিসর বিম্বিত হয়েছে। সব শেষে অনুভব করি সত্তা-মথিত বেদনার দীর্ঘশ্বাস। যেন বাংলার কবির অমোঘ উচ্চারণ মনে পড়ে যায় : 'বেদনার আমরা সন্তান!; লেখক-জীবনের সূচনায় দস্তয়েভস্কি যেন বোঝাতে চেয়েছেন, বাস্তব যত দ্রুত পরিবর্তনপ্রবণ ও নির্দয়ই হোক – তাকে উপেক্ষা করা যায় না। তাঁর অন্যতম মহাকাব্য : 'The truth stands higher than your pain (21 : 15)'-এর মুখোমুখি হয়ে তাই স্তব্ধ হই।

ব্যথা-যন্ত্রণা যত মর্মবিদারক হোক, জীবন-সত্য তার চেয়ে বড়ো। এই উপলব্ধিই তাঁকে *Crime and Punisment*-এর জটিল ভুবনে পরিক্রমা করিয়েছে। নিয়ে গেছে কখনও *The Idiot*-এর অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসায়, আর কখনও *The Gambler* কিংবা *Notes from the underground*-এর আত্মপ্রশ্নে বিদীর্ণ গোলকধাঁধায়। স্বভাবত দস্তয়েভস্কির মতো জীবন-জিজ্ঞাসু কথাকার কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত-বিন্দুতে স্থির থাকতে পারেন না। কিন্তু চিন্তার স্থিরতায় যাদের প্রত্যয় অস্খলিত, বেলিনস্কির মতো দৃঢ় আকরণে নিবদ্ধ মতবাদীরা এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস রাখেন না : চলমান পাথরে শ্যাওলা জমে না। *Poor Folk*-এর লেখক প্রথম উপন্যাসের জন্যে যত বন্দিতই হোন, ঐ বিন্দুতে তাঁর সৃজনশীন সত্তা তো রুদ্ধ থাকতে পারে না। বেলিনস্কির দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করার জন্যে তো দস্তয়েভস্কি কথাকার হননি। আমাদের অবধারিতভাবে মনে আসে বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশের প্রসঙ্গ। কবি জীবনানন্দকে বিষাদময় নির্জনতার সূত্রধার হিসেবে বুদ্ধদেব দেখাতে চেয়েছিলেন। বাঙালি পাঠক *ধূসর পাণ্ডুলিপি-বনলতা সেন*-এর কবিকে এভাবেই প্রথম জেনেছিল। কিন্তু সাতটি তারার তিমির-এর কবিকে বুদ্ধদেব মেনে নিতে পারেননি। না পারুন, সৃষ্টিশীল লেখক-শিল্পী কখনও আরোপিত ভাবনার বন্দিশালায় রুদ্ধ হতে চান না। নিরন্তর বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে নিজের সৃজনী সামর্থ্যের নতুন সীমানা নির্দেশ করা এবং ক্রমাগত সীমাতিযায়ী হতে থাকাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। বাংলা কবিতায় কবি জীবনানন্দ যেমন বুদ্ধদেব নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেননি, রুশ কথাসাহিত্যেও দস্তয়েভস্কি তেমনই বেলিন্স্কির অনুজ্ঞাকে মান্যতা দেননি। মানব-অস্তিত্বের গ্রন্থিল রহস্য উন্মোচন যাঁর প্রধান ঈপ্সিত, তাঁর পক্ষেই তো অনিবার্য মননে স্বরাজ অর্জন। নইলে সত্যভ্রম ও কুহকে আচ্ছন্ন জীবনের পথ থেকে পথান্তরে পর্যটন করতে গিয়ে মানুষের পৃথিবী যত ন্যুব্জ ও ধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে–তাকে শুশ্রূষাময় তর্জনির স্পর্শ কথাকার দিতে পারবেন না। আর, আসন্ন সব সংকটের

প্রহরে প্রতিসত্য ও উত্তর-সত্যের দাপটে যত গুহায়িত মানুষের আকল্পকে দুর্নিবার করে তুলবে, চক্রব্যূহ থেকে নির্গমদ্বার খুঁজে পাবে না ভবিষ্যতের পাঠকসমাজ।

দস্তয়েভস্কি যখন ১৮৪৬ সালে কথাকার হিসেবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন, রুশ সাহিত্যে ততদিনে সমালোচনা-গর্ভ বাস্তবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পুশকিন নিজেকে 'বাস্তবতার কবি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই ভাবনাপ্রণালী সম্পর্কে দস্তয়েভস্কি এভাবে সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন : 'What can be more fantastic and more unexpected than reality?' আপাতভাবে কথাটা স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে; বাস্তবতার চেয়ে বেশি বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত আর কী বা আছে। তলিয়ে ভাবলে এই অভিব্যক্তিতে নিহিত গভীর তাৎপর্য স্পষ্ট হয়। সত্যিই তো, বাস্তব মানে যান্ত্রিকতার সমাবেশ নয়। জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটতে দেখি যা আপাতভাবে অকল্পনীয় এবং পরিচিত ছক ও যুক্তিশৃঙ্খলার বাইরে। মনে হয় যেন যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের কোনো গহন অবতলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে পারম্পর্যহীন ইন্দ্রজালের চমকপ্রদ উপস্থিতি। একে আবিষ্কার করতে পারেন কেবল দ্রষ্টা চক্ষুসম্পন্ন কোনো কথাকার। উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে দস্তয়েভস্কি যখন শৈশব ও কৈশোরের সোপানগুলি পেরিয়ে যাচ্ছিলেন, রুশ সমাজে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মন্থনে বিশ্ববীক্ষায় আমূল রূপান্তরের সূচনা হচ্ছিল। ফলে বাস্তব সম্পর্কিত বোধও একটি বিন্দুতে স্থির থাকল না। ১৮৪০ এর দশক রচিত *Poor Folk* (১৮৪৬) উপন্যাস অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের গ্রন্থনা থেকে একই সময়ে কথাকার যে *Mister Prokharchin*-এ পৌঁছালেন, তাতে বাস্তবের বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার পরিচয় পাই।

ছয়

সময়কালীন আলোচকেরা দস্তয়েভস্কি রচিত গল্পকৃতির ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। তবে গল্পটি বেরোনোর পনেরো বছর পরে, ১৮৬৪ সালে, নিকেলাই ডোব্রোল্যিউউবোভ 'Downtrodden People' শিরোনামে যে-নিবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে প্রোখারচিনকে তিনি অবজ্ঞাত মানুষের বর্গে স্থাপন করে দৃঢ়ভাবে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে এই মানুষটি কুড়ি বছর ধরে কৃপণের মতো ক্লিষ্ট অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। নিজের নিরাপত্তার অভাব নিয়ে চিন্তা করতে করতে শেষ পর্যন্ত সে পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মারাই গেল। এই যে গল্পবস্তু, এ তো বহির্বৃত আকরণ মাত্র। সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে সত্তা তার জীবনবোধের নির্যাস আহরণ করেছে। যথাপ্রাপ্ত পরিস্থিতির সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষে প্রোখারচিন অনুভব করেছে বাধা। কোথাও সে স্থিরতা ও নিশ্চয়তা পায়নি বলে দিনদিন বেড়ে গেছে নিরাপত্তা বোধের অভাব। নিজের চিন্তাকে সে শৃঙ্খলমুক্ত করতে পারেনি। সেমিয়োন ইভানোভিচ প্রোখরচিন প্রৌঢ়ত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে-থাকা আপনাতে-আপনি-মগ্ন মানুষ। নিতান্ত সাধারণ মাপের কর্মচারী হিসেবে তার মাইনেও কিছু আহামরি ছিল না। উস্‌তিনিয়া ফিয়োডোরোভনার যে-বাড়িতে মাসিক পাঁচ রুবলের বিনিময়ে সবচেয়ে অন্ধকার ও জীর্ণ ঘরটি সে ভাড়া

নিয়েছিল, তাতে তার উপস্থিতি টের পাওয়া যেত না। তাছাড়া আশে-পাশে থাকা মানুষ-জনের সঙ্গে সহজভাবে মেশার দক্ষতাও ছিল না তার। দস্তয়েভস্কি পরবর্তী কালে যে-গুহায়িত মানুষের প্রকল্প তৈরি করেছিলেন, তার প্রাথমিক প্রস্তুতি যেন এই গল্পেও দেখা গেল।

স্বভাবত মনে প্রশ্ন জাগে, দস্তয়েভস্কি কেন সেমিয়ন ইভানোভিচ প্রোখারচিনের মতো এমন আপাত-বিশেষত্বহীন এবং ব্যক্তিত্বের ভগ্নাংশ-সম্পন্ন অস্তিত্বকে গল্পের আধেয় করে তুললেন, যাকে কোনো নিরিখেই 'হিরো' বা নায়ক ভাবা চলে না। দস্তয়েভস্কির বয়ান আনুযায়ী এই মানুষটি 'Good, quit character, though not a man of the world, that he was trust-worthy and not a flattrer; that he had his faults, of course, and that if he were ever to suffer adversity it would be only owing to his lack of imagination (1988 : 155) এই 'middile-aged sedate gentleman who was long past the season of daydreams' (তদেব)–একে নিয়ে গল্পকৃতি কেন রচনা করলেন কথাকার! এই মানুষটি দরিদ্র হলেও এমন দুরবস্থা তার নিশ্চয় ছিল না যে নিয়মিত আধপেটা খেয়ে এবং কৃপণ বদনাম কুড়িয়ে তাকে কালাতিপাত করতে হয়।

এই বিন্দুতে প্রকৃতপক্ষে সেমিয়ন ইভানোভিচ প্রোখারচিন নামক আপাত-তুচ্ছ মানুষটিকে ঘিরে-থাকা রহস্যবলয়ের বয়ান শুরু হয়েছে। গল্পকৃতির প্রান্তসীমায় পৌঁছে বোঝা গেল, নিজের মধ্যে গুটিয়ে-থাকা এই গুহায়িত মানুষটি আসলে জীবন ও জগৎ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। কুড়ি বছর ধরে উস্তিনিয়ার বাড়িতে যে রয়েছে, সেই গৃহকর্মীর কাছেও শেষ পর্যন্ত সেমিয়োন দুর্বোধ্য প্রহেলিকা রয়ে গেছে। অন্য ভাড়াটেরাও তাকে বুঝতে পারেনি; এমনকী, নিতান্ত দুঃখদায়কভাবে তার মৃত্যু হওয়ার সময়ও কেউই তার প্রতি সুবিচার করেনি। দস্তয়েভস্কির বাচনে 'A graveyard quiet soon fell upon the house and it was freezingly cold besides' (পৃ.-১৭৮)। আশেপাশে যারা ছিল (যেমন : মার্ক ইভানোভিচ, জিনোভি প্রোকোফিয়েভিচ, জিমোভইকিন, ওপিয়ানোভ প্রমুখ)-এরা কেউই মুমূর্ষু মানুষটির আপাত-অসংলগ্ন কথাবার্তা এবং কলহ-পরায়ণতার মর্ম বোঝেনি। তার মৃত্যুর পরে যখন প্রচুর পরিমাণে অর্থ তার জিনিসপত্র থেকে খুঁজে পাওয়া গেল, সেমিয়োন ইভানোভিচের আপাত-গুহায়িত অস্তিত্বের তাৎপর্য পাঠকের কাছে উন্মোচিত হলো। কথাকারের উপস্থাপনায় যে-অনন্যতা ব্যক্ত হয়েছে, তা-ই এই গল্পকৃতির অন্তঃসারকে ধারণ করে রেখেছে। কোনো কোনো সমালোচক পুশকিনের *The miserly knight* নামক আখ্যানের সঙ্গে দস্তয়েভস্কির এই গল্পকৃতির প্রতিতুলনা করেছেন। রুশ সাহিত্যের আরেক দিকপাল গোগোলের রচনা-প্রকরণের সঙ্গেও এর সম্পর্ক বিশ্লেষিত হয়েছে। কেননা কৃপণতা ও নিরাপত্তাহীনতা গোগোল ও পুশকিনের রচনায় যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি মিস্টার প্রোখারচিন বিষয়ক গল্পেও তা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। বিভিন্ন গল্পানুষঙ্গে এই সাদৃশ্য স্পষ্ট।

সাত

তবে দস্তয়েভস্কি এই কৃপণতা ও নিরাপত্তাহীনতাকে সমকালীন রুশ সমাজে ঘনীভূত অর্থনৈতিক সংকটের দ্যোতক বলেই ভেবেছেন। নিজেই একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন (১৯ : ৭৩), প্রোখারচিন 'had retreated from the world and withdrawn from all its temptations into a world of his own behind a screen'। পুশকিনের *The Miserly knight*-এ ব্যারোনের স্বগত আলাপনে পাই : 'I am above all desires, I am content/I know my power, and such consciousness/Is enough for me.'

ব্যারোন ও প্রোখারচিন, দু'জনেরই রয়েছে বিপুল সঞ্চিত সম্পদ; কিন্তু তাতে এদের ছায়াচ্ছন্ন বাস্তব অবস্থানে কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয় না। W. G. Leatherbarrow প্রাসঙ্গিক আলোচনায় লিখেছেন, 'They both live meagerly, for the aeareness of their protential wealth and power facilitates withdrawal and isolationism, but their contentment is that of physical Stagnation and emotional atrophy? (*The Cambridge companion to Dostoevski* : 2009 : 63)'

দস্তয়েভস্কি এই গল্পকৃতিতে প্রোখারচিনের মতো ভাঙা-মানুষকে রুশ সমাজের নির্দিষ্ট সময় ও পরিসরের সৃষ্টি হিসেবেই উপস্থাপিত করেছেন। তার কৃপণতা ও শঙ্কা-কাতরতা সমগ্র মানব পরিসরের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়। প্রোখারচিনের উদ্বেগ আমাদের মনে করিয়ে দেয় সোরেন কিয়ের্কেগার্দ উত্থাপিত উৎকণ্ঠা ও অবসাদ বিষয়ক ভাববীজের কথা। আর, সেই সঙ্গে ১৮৪০ এর দশকে বেলিনস্কি প্রস্তাবিত স্বভাববাদী চিন্তাপ্রস্থানের প্রসঙ্গও। লীথারবেরো প্রাগুক্ত নিবন্ধে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন প্রোখারচিনের আস্তিত্বিক তাৎপর্য সম্পর্কে : 'Its hero, with his inarticulateness, his pathological yet indefinite unease, his defiant individualism, and his lack of all social and spiritual foundations apart from those afforded by his money, exemplifies the acuity of Dostoevski's insight into the alienation and anxiety experienced by the individval in an age characterised by increasing complexity specialisaton, division of labour and fragmentation of life.' (তদেব : ৬৩-৬৪)

উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই রাশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে বহুধরনের উথাল-পাথালের সূচনা হয়েছিল, তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। বিশেষভাবে *Poor Folk* উপন্যাস ও *Mr. Prokhachin*-এর মতো সফল ছোটগল্প রচনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে *The Double* নামে উপন্যাস লিখেছিলেন, তা তাঁর গুণমুগ্ধ পড়ুয়াদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। বেলিন্স্কি রুষ্ট হয়েছিলেন এবং প্রকাশ্যে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশও করেছিলেন। দস্তয়েভস্কি যে নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্ম-বিনির্মাণ করতে চাইছেন,

সেই সত্য বাঁধা-ধরা সামাজিক বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যার নির্দিষ্ট ধরনে অভ্যস্ত সমালোচকদের বোধগম্য হয়নি। তাই নবীন লেখকের বিচ্যুতি নিয়ে নিন্দা ও বিদ্রূপের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। আসলে এইসব অতি-প্রশংসা ও অতিনিন্দার বিপরীতমুখী আবর্ত দস্তয়েভস্কিকে জীবন ও শিল্প সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ দিয়েছিল। ১৮৪০-এর দশক তাঁর জন্যে এক ধরনের ঘোর তৈরি করেছিল। কিন্তু সব কিছু আত্তীকৃত করেই নবীন লেখক জীবন ও শিল্পের যুগলবন্দিতে মগ্ন ছিলেন। নইলে ঐ দশকে পরপর *The Land Lady* (১৮৪৭), *White Nights* (১৮৪৮), *A Christmas tree and a wedding* (১৮৪৮), *A faint heat* (১৮৪৮) ও *A little hero* (১৮৪৮) *Netochka Nezvanova* (1849) লিখিত হতো না।

ঠিক একদশক পরে অর্থাৎ ১৮৫৯ সালে *Uncle's Dream and the Permanent Husband* প্রকাশিত হলো। দশ বছরের এই ব্যবধান কেন, দস্তয়েভস্কির পাঠকেরা এ বিষয়ে অবহিত। খুব কম লেখকের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় ফিয়োদোর যার ভুক্তভোগী। ১৮৪৯ সাল বুঝিবা তাঁর জীবনের জলবিভাজন রেখা। এর দুবছর আগেই তিনি পেট্রাশেভস্কি বলয়ে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের সভায় যোগ দিতে শুরু করেন। ১৮৪৯-এর গোড়ার দিকে রাশিয়া যখন হাঙ্গেরিকে আক্রমণ করছে, ঐ বলয়ের সদস্যদের মধ্যে খানিকটা চরমপন্থী ঝোঁক দেখা দেয়। জারতন্ত্রের নজরে পড়ায় ২৩ এপ্রিল দস্তয়েভস্কিকে পুলিশ আটক করে। বন্দিদশাতেই তিনি 'A little hero' গল্পটি লেখেন। নভেম্বরে প্রহসনমূলক বিচারের মধ্য দিয়ে দস্তয়েভস্কি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। আর, ডিসেম্বরেই মৃত্যুদণ্ডের মহড়ায় তাঁকে যোগ দিতে হয়। তিনি যখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন, বন্দিদের প্রতি দণ্ড মকুব ঘোষিত হলো। তার বদলে সাইবেরিয়ায় সশ্রম নির্বাসন দণ্ড পেলেন। ১৮৫০-এর গোড়ায় ওমস্ক বন্দিদশায় ছিলেন যেখানে সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দিদের থাকতে হত। এদের মধ্যে কয়েক বছর কাটিয়ে তিনি অমূল্য ও দুর্লভ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে গোগোলের মৃত্যু হয়েছে, টলস্টয়ের *Childhood* ও টুর্গেনেভের *A sportsman's Sketches* প্রকাশিত হয়েছে এবং শুরু হয়েছে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ১৮৫৪-তে তাঁকে সাধারণ সেপাই হিসেবে সেমিপ্যালটিনস্কে নিযুক্ত করা হয়েছে। লেখক-জীবন শুরু হওয়ার আগে ১৮৪৩-এ সেইন্ট পিটার্সবুর্গের মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাকাদেমি থেকে দস্তয়েভস্কি স্নাতক হয়েছিলেন যদিও পরের বছরই একান্তভাবে সাহিত্য-সৃষ্টিতে মনোযোগ দেওয়ার জন্য তিনি সৈনিক বৃত্তি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। ইতোমধ্যে ১৮৫৫ সালে জার প্রথম নিকোলসের মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার শাসনভার গ্রহণ করেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের প্রত্যাশা দেখা দেয়।

এই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে ১৮৫৭ সালে দস্তয়েভস্কি মারিয়া ডিমিট্রেভ্‌লা ইসায়েভাকে বিয়ে করেন। এবছর ভারতে ঘটছে সিপাহিবিপ্লব আর ফরাসি সাহিত্য

ফ্লবেয়ারের বিখ্যাত উপন্যাস *মাদাম বোভারি* ও বোদলেয়ারের অসামান্য কাব্যগ্রন্থ *লা ফ্লুর দু মাল* প্রকাশিত হচ্ছে। তার মানে দস্তয়েভস্কির সময় ও পরিসর নানাভাবে উত্তাল এবং এরই মধ্যে তাঁর জীবনকৃতি ও সৃজনী চৈতন্য আন্দোলিত হচ্ছিল। ১৮৫৯-এ *Village of Stepanchikono* ও *Uncle's dream* লেখা হলো এবং ডিসেম্বরে সেইন্ট পিটার্সবুর্গে ফিরলেন। সে-বছরই চালর্স ডারউইন তাঁর যুগান্তকারী বই *The origin of species* প্রকাশ করেছেন এবং রুশ সাহিত্যে প্রকাশিত হচ্ছে টুর্গেনেভের *A Nest of gentle folk*, গোন্‌চারোভ-এর *Oblomoy* এবং লেভ টলস্টয়ের *Family Happiness*। দস্তয়েভস্কির সৃষ্টি-জীবনে ক্রমশ সূচিত হচ্ছে অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলোর বিচ্ছুরণ। এর প্রমাণ মিলেছে যখন পরের বছরই (১৮৬০) তাঁর বহু আলোচিত *Notes from the Dead House* প্রকাশিত হচ্ছে (দ্রষ্টব্য রাদুগা পাবলিশার্স : মস্কো : ১৯৮৯)।

আট

সাইবেরিয়ার বন্দিশালা নিঃসন্দেহে নরক তুল্য ছিল, কিন্তু সেই নরকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে এমন বয়ান সম্ভব হতো না। তবে যে-বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হলো, পরিস্থিতির নিষ্করুণ ও নিরন্ধ্র দহনের অভিজ্ঞতা নিয়েও অন্তর্নিহিত মানবিক বোধের ওপর দস্তয়েভস্কির অটুট আস্থা। তাই সুহৃদপ্রতিম ভাই মিখায়েলকে ১৮৫৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি চিঠিতে তিনি এই তাৎপর্যবহ মন্তব্য করেছিলেন : 'Human being remain human everywhere. In the four years of hard labour in Siberia I atlast came to distinguish human beings among the thieves. Will you believe me : there are deep, strong, beautiful characters and what a joy it was to discover gold beneath the rough hard shell.'

শেষের এই উচ্চারণই বুঝিয়ে দেয়, নির্মম অভিজ্ঞতা দস্তয়েভস্কিকে একদেশদর্শী করেনি, বরং জীবনের মর্মমূলে নিহিত দ্বিবাচনিকতা আবিষ্কার করে তিনি মানব-সত্তা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয়কে শিথিল হতে দেননি কখনও। তাই অপরাধী হিসেবে দণ্ডিত হয়ে যারা সাইবেরিয়ার নরকতুল্য বন্দিশালায় সময় অতিবাহিত করেছে, তাদের মধ্যেও তিনি দেখতে পেয়েছেন চারিত্রিক শক্তি, গভীরতা ও নান্দনিক বোধ সম্পন্ন বৈশিষ্ট্য। যেন কর্কশ ও কঠিন খোলসের অন্তরালে খাঁটি সোনার অস্তিত্ব তিনি খুঁজে পেয়েছেন। এই দ্রষ্টা চক্ষুই দস্তয়েভস্কিকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে *The Humiliated and Insulted* (১৮৬১), *Notes from the underground* (১৮৬৪) এবং *Crime and Punishment* (১৮৬৬)-এর মতো বিশ্ববিশ্রুত বহুস্বরিক ও অনেকার্থদ্যোতক আখ্যান। প্রাগুক্ত চিঠিতে দাদা মিখায়েলকে তিনি আরো জানিয়েছিলেন যে তিনি যদি সাইবেরিয়ার সশ্রম নির্বাসন দণ্ড ভোগ না করতেন তাহলে রাশিয়ার জনজীবনের হৃৎস্পন্দন চিরদিনই তাঁর অজানা রয়ে যেত! সমাজের চোখে এই বন্দিরা যত অপাঙ্‌ক্তেয় হোক, বিভিন্ন ধরনের দণ্ড ভোগ করা সত্ত্বেও এরা আসলে বিস্ময়কর

মানুষের সমাবেশ। কত ধরনের চারিত্রিক প্রবণতা যে এদের মধ্যে রয়েছে, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে মানব-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি মূল্যবান পাঠ নিতে পেরেছেন।

Notes from the Dead House-এর বয়ান বুঝিয়ে দেয়, দস্তয়েভস্কি শেক্সপিয়ার-কথিত 'milk of human kindness'-এর অধিকারী বলেই গভীর সংবেদনা ও মমতার সঙ্গে নিরালোক-ক্লিষ্ট ভাঙা-মানুষদের যন্ত্রণা-রিক্ততা-অপমান উপলব্ধি করেছিলেন। বস্তুত উপস্থাপনায় তাঁর বিষণ্ন দীর্ঘশ্বাস গোপন থাকেনি : 'How much youth was interred here between these walls for no purpose, what great forces had perished in here to no avail This has got to be said, all of it, openly : the people here were extraordinary people. Perhaps they possessed the most talents and the greatest strength of all our people. Yet this great strength perished here and perished unnaturally, unlawfully irrevocably' (পৃ. ৩৩৭) মানুষের এই নিষ্করুণ অপচয়ের জন্যে দায়ী কে (That is the question, who is to blame?) এই প্রশ্ন কথক-স্বর প্রকৃতপক্ষে পড়ুয়াদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিয়েছে : সমাজ-রাষ্ট্র-বাস্তবের সর্বগ্রাসী সংহিতা--কে দায়ী? 'মৃতদের আবাসন' তো দান্তের ইনফার্নোর রকমফের যার তোরণে উৎকীর্ণ : 'Abandon all hope ye who enter here'.

বন্দিশালা থেকে নিষ্ক্রমণের মুহূর্তে কথক-স্বরের ভাবনা কি আসলে প্রশ্নগর্ভ : 'Freedom. A new life. Resurrection from the grave' (পৃ. ৩৩৯)? এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরে পাঠক সমাজের মধ্যে বিপুল আলোড়ন হয়। এদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং ইভান টুর্গেভেন ও লেভ টলস্টয়। টুর্গেনেভ অনুজ লেখককে ১৮৬১ সালের ডিসেম্বরের শেষে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : 'The bath house scene is simply Dantean and in your portrayal of the different characters (for instance Petrov) this is much subtle accurate psychology.' দস্তয়েভস্কির বর্ণনা-নৈপুণ্য স্বয়ং দান্তেকে মনে করিয়ে দেয়-- এই প্রশংসা প্রকৃতপক্ষে অভূতপূর্ব। আর, বইটি প্রকাশিত হওয়ার কুড়ি বছর পর (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৮০) স্ট্রাখোভ এর কাছে চিঠিতে বইটির প্রসঙ্গে টলস্টয় লিখেছিলেন : 'সাম্প্রতিক কালে রচিত বইগুলির মধ্যে এটি তুলনাহীন। তাই বইটি আমি বারবার পড়েছি। কেবলমাত্র দৃষ্টিকোণই বিস্ময়কর ও খ্রিষ্টীয় বীক্ষার উপযোগী। তুমি দস্তয়েভস্কিকে বলো যে আমি তাকে ভালোবাসি।

আর, আমাদের মতো বাঙালি পড়ুয়াদের কাছে মৃতদের এই আবাসন প্রতীকী তাৎপর্য অর্জন করে নেয়। ১৬০ বছর পরে ঐ নারকীয় বন্দিশালার বর্ণনা হয়ে ওঠে দেশব্যাপ্ত বন্দিশালার প্রতীকী অভিব্যক্তি। দস্তয়েভস্কির মতো আমরাও অনুভব করি, অন্তরে ও বাইরে বহুবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত আমরাও আসলে রয়েছি মৃতদের আবাসনে যেখানে

'Vanity and keeping up appearances were in general the most important things. The majority have sunk to the depths. The majority have sunk to the depths of depravity and baseness. The back biting and the gossiping were endless; it was like living in the murkiest darkness of hell. No one dered to rebel against the prisons regulations and established ways.' (১৯৮৯ : ১৭)

এই প্রতিবেদনকে দস্তয়েভস্কির ম্যাগনাম ওপাস *Crime and Punishment*-এর নিয়ামক ভাবনাপ্রণালীর প্রাথমিক সোপান হিসেবে ভাবা যেতে পারে। গভীর মনোযোগ দিয়ে বয়ানের অন্তঃশায়ী যুক্তিশৃঙ্খলাকে অনুসরণ করলে অপরাধ-শাস্তি-অনুশোচনা-নির্বেদ কিংবা অতীতের স্মৃতি-প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে কথাকারের ধারণা অস্পষ্ট থাকে না। যেমন, 'Notes from the Dead house' এর কথক-স্বরের এই মন্তব্য : 'There are points of view judging from which you would have to absolve the criminal of his crime' (তদেব : ২১) 'মৃতদের আবাসনে' যারা ছিল বাধ্যতামূলক বাসিন্দা, তাদের পর্যবেক্ষণে অসামান্য সূক্ষ্মতা ও সংবেদনার পরিচয় পাই। টলস্টয় ও গন্‌চারোভ রুশ সমাজের উচ্চ-মধ্যবর্গীয় পারিবরিক জীবনের ছবি যে বিপুল দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন, বিপুল জনপ্রবাহের নিরিখে সেই সবই ব্যতিক্রমের সার্থক উপস্থাপনা। কিন্তু যে-বর্গের ওপর তেমন আলো পড়ে না, সেইসব প্রান্তিকজনের ওপর মর্মভেদী রঞ্জনরশ্মি নিক্ষেপ করেছেন দস্তয়েভস্কি।

বস্তুত লেখক-জীবনের সূচনা-পর্যায়ে তিনি যখন 'The Double' লিখেছিলেন, কথাকৃতির অস্থির ও বিশৃঙ্খল বিন্যাস বেলিন্‌স্কিকে রুষ্ট করলেও সম্ভবত এর মূল কারণ নিহিত ছিল সমসাময়িক বাস্তবের অনিশ্চয়তায়। তিনি লিখেছিলেন মূলত ক্লিষ্ট বর্তমানের স্বরূপ উন্মোচনের জন্যে; কিন্তু বিচিত্র কূটাভাসে সমসাময়িক আলোচকেরা স্বরচিত ভাবনার চক্রব্যূহ থেকে বেরোতে পারেননি। তাই তাঁর লেখাকর্ম ভবিষ্যৎ কালের পড়ুয়াদের কাছে বেশি সমাদৃত হলো। এই নিবন্ধের সূচনায় যে-আত্মপ্রত্যয়ের কথা লিখেছি, তারই অভিব্যক্তি দেখতে পাই *A Raw youth* বই-সংশ্লিষ্ট তাঁর নোটবইয়ের এই উচ্চারণে: 'The truth is on my side, I am convinced of that.' (১৬ : ৩২৯)। জীবনের অন্তিম পর্বে একটি ব্যক্তিগত বয়ানে তিনি নিজেকে উচ্চতর মাত্রার বাস্তববাদী বলে দাবি করে জানিয়েছেন : 'I depict all the depths of the human soul' (২৭ : ৬৫)।

নয়

বস্তুত এইজন্যেই জীবন-সত্যের গভীর গভীরতর উদ্‌ভাসনে দস্তয়েভস্কি এত সিদ্ধহস্ত। প্রশ্ন হলো, উচ্চতর মাত্রার বাস্তবতাকে ঘটনাপূর্ণ কাহিনি ও কুশীলবদের সংঘাতে,

উত্থানে-পতনে আকীর্ণ আখ্যানে কীভাবে খুঁজব? অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির বুনটে জীবন-সত্যের গভীরতা যখন পরিমাপ করি, এর মধ্যে উচ্চতর নিম্নতর ভেদই বা কিভাবে নির্ণয় করব? *Notes from the underground*-এর বয়ানে ব্যক্ত জটিলতার গ্রন্থনা কি নিছক ব্যক্তিগত স্তরের উন্মোচন? এর জীবন-সত্য কোন মাত্রা সম্পন্ন সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব কোন নিরিখে? জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মাত্রাবোধ সামর্থ্য আখ্যানকারদের মধ্যেও সমান নয়। *Notes from the underground* চেতনার যে-জটিল ধূপছায়ায় আচ্ছন্ন, তা নিশ্চয়ই *The Idiot*-এর মতো উপন্যাসে দেখি না।

প্রথমোক্ত প্রতিবেদনে মনস্তাত্ত্বিক গ্রন্থিলতার যে-অভিব্যক্তি লক্ষ করি এধরনের উচ্চারণে : 'A clever man living in the nineteenth century must and is morally bound to be preferably a spineless creature; while a man with a strong character, a doer, must preferably be a narrow minded creature. Such is the conviction I drew from forty years of life… to live after forty is indecent, vulgar and immoral! Tell me honestly. frankly – who lives longer than forty? I will tell you who does : fools and scoundrel' (১৯৯০ : ২১৫) এ হেন চূড়ান্ত কথনের উৎস যে তিক্তবোধ, অবশ্যই তা সর্বজনীন নয়। দস্তয়েভস্কি আসলে বাস্তবতার ভিন্নতর মাত্রা উন্মোচন করতে চেয়েছেন তাঁর সৃষ্ট কুশীলবের উচ্চারণে। তবে একুশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রথম বছরে যে-বাঙালি পাঠক এই কথাগুলি পড়বেন, তিনি কি চক্রব্যূহে পরিণত সমাজের চোরাবালির উপর নির্মিত সাম্প্রতিক জতুগৃহের উপমান খুঁজে পাবেন না? ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র যখন চারদিকে সারি সারি শ্মশান ও কবর তৈরি করে চলেছে, এই প্রক্রিয়াকে যারা বিনা প্রতিবাদে মান্যতা দেয়, তারাই কি আসলে দস্তয়েভস্কি কথিত 'To select social types and present them in artistic form : types remarkably rarely encountered as such in real life but which are almost more real than reality itself.' (৮ : ৮৩)। এই মন্তব্যের শেষাংশে স্পষ্টতর উচ্চতর বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমসাময়িক ইউরোপীয় ঔপন্যাসিক ও সমালোচকদের তুলনায় অবশ্যই দস্তয়েভস্কির জীবন-প্রতীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। ১৮৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বন্ধু নিকোলাই স্ট্রাখোভকে চিঠিতে এই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছিলেন তিনি : 'I have my own view of reality in art and what most people regard as fantastic and exceptional is sometimes for me the very essence of reality' (২৯ : ১ : ১৯)।

দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ অনুষঙ্গ এবং এদের সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ ধারণা দিয়ে শিল্পিত বাস্তবকে বোঝা তো যায়ই না, বরং কখনও কখনও সেইসব বিপরীত দিকে চালিত করতে পারে : এই হলো তাঁর অভিমত। সত্যভ্রমের প্রতারক ফাঁদগুলি যদি শনাক্ত করা না যায়, শিল্পিত বাস্তবের নিয়ামক জীবন-সত্য ধরা দেবে না কখনও। বাস্তবের

পরিচিত আদল থেকে যতভাবে তাঁর বয়ানে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়, বুঝে নিই, এই সবই জীবনবীক্ষার স্বকীয়তার ঘোষণা। মানবসত্তার সম্ভাব্য সব গভীরতায় অবগাহন করা যাঁর অভিপ্রেত, তিনি জানেন, সত্যের পক্ষেই তাঁর অবস্থান। এই সত্য উচ্চতর বাস্তবের যে-মাত্রায়, কল্পনা ও সংবেদনার দ্বিবাচনিকতা ছাড়া তাতে পৌঁছানো যায় না। বাস্তবতার নির্যাস ও স্বভাবের নিগূঢ়তম প্রবণতাকে আখ্যানের শিল্পভাষায় রূপান্তরিত করার কৃৎকৌশল দস্তয়েভস্কির অধিগত ছিল, এতে সংশয় নেই কোনো। তাঁর বিভিন্ন পত্রে ছড়িয়ে রয়েছে বাস্তবের তাৎপর্য, আখ্যানের নন্দন এবং সৃষ্টির মৌলিক অভিপ্রায় সম্পর্কে অজস্র চিন্তার বিচ্ছুরণ।

দস্তয়েভস্কির তিনটি প্রধান আখ্যানসহ অন্য আটটি উপন্যাস এবং ভিন্নমাত্রিক গল্পকৃতিগুলির অন্তর্বেদনমূলক পর্যালোচনা করতে হলে ঐসব 'চিন্তার বিচ্ছুরণ' সম্পর্কেও অবহিত থাকতে হয় নিশ্চয়। ১৮৬৮ সালের ১১ ডিসেম্বর বন্ধু মাইকোভকে চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি : 'আমাদের সাহিত্যে যাঁরা বাস্তববাদী লেখক এবং সমালোচক হিসেবে পরিচিত, বাস্তবতাবাদ সম্পর্কে আমার ধারণার সঙ্গে তাঁদের একেবারেই মেলে না। ওঁরা যেভাবে জীবনকে দেখেন, সেই ধরন দিয়ে ঘটমান বাস্তবের এক শতাংশ তথ্যও ব্যাখ্যা করা যাবে না। এঁরা আসলে ভাববাদী চোখ দিয়ে বাস্তব সম্পর্কে নিদান হাঁকেন।' (২৮ : ২ : ৩২৯) তার মানে, কথাসাহিত্যে চিত্রিত বাস্তব আসলে বিভ্রম; বিভ্রমের উপন্যাসীকরণে মানবসত্তার অন্তঃশায়ী সত্য ও বাস্তবতার মৌল নির্যাস ব্যক্ত হতে পারে না কখনও। প্রাগুক্ত চিঠি লেখার চোদ্দ বছর আগে, ১৮৫৪ সালের জানুয়ারিতে, এন. ডি. ফোনভিজিনাকে লেখা চিঠিতে, দস্তয়েভস্কি নিজেকে 'a child of the age, a child of uncertainty and doubt' (২৮ : ১ : ১৭৬) বলে বর্ণনা করেছিলেন। অনিশ্চয়তা ও সংশয় গ্রথিত জীবনের উপন্যাসায়ন প্রসঙ্গেই অপরাধ-শাস্তি-অনুশোচনা-পাপপুণ্য সংক্রান্ত নৈতিকতা-অপ্রতিষ্ঠা-উত্তরণের বহুমাত্রিক দ্বিবাচনিকতার উপস্থাপনায় সফল হয়েছিলেন তিনি।

দস্তয়েভস্কির সৃজন-কাল থেকে সার্ধশতবর্ষ দূরত্বে আমরা যখন তাঁর আখ্যানসহ জীবন-ভাবনা পুনঃপাঠ করছি, অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের সমসাময়িক দ্যোতনাকে যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করি। তাঁর প্রতিটি সার্থক বয়ানে কালের রুগ্‌ণ অভিব্যক্তি এতবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে যে উৎকেন্দ্রিক আধুনিকোত্তর পর্বেও এইসব ভাববীজ প্রাসঙ্গিক থেকে যায়। যেমন *The Idiot* উপন্যাসের অন্যতম কুশীলব লেভেডেভ লেখকের ভাবনার প্রতিধ্বনি করে জানিয়েছিল, বিভিন্ন মানুষ এবং রাষ্ট্রকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে রাখার মতো কোনো ভাবাদর্শ আর আধুনিক কালে নেই। তাই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে ইউরোপে সর্বত্রই দেখা যায় কেবল দ্বন্দ্ব ও ভাঙনের ছবি। লেখকের সৃষ্ট ব্যক্তি যা ভাবে তা হয়তো সবক্ষেত্রে স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করে না। তবুও এও অস্বীকার করতে পারি না যে দস্তয়েভস্কির আখ্যানবিশ্ব জুড়ে দেখা যায় তাঁরই একান্ত নিজস্ব ভাবনার অনুরণন।

এতে মনে হয়, সর্বত্রব্যাপ্ত বিনাশ ও অসংগতির ছবি থেকেই পূর্বানুমানহীন ধ্বংসের উপাত্ত তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। দস্তয়েভস্কির কাছে সাম্প্রতিক কাল কোনো সুদৃঢ়ভাবে নির্ধারিত পরিস্থিতির আশ্বাস দেয়নি; বরং তা ছিল অস্থির ও অনিশ্চিত প্রক্রিয়ারই অন্য নাম। ১৮৭৭ এর জানুয়ারিতে তাঁর লেখকের দিনলিপিতে তিনি লিখেছিলেন, 'এখনো পর্যন্ত অপরিচিত স্বভাব সম্পন্ন অভিনব মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। আর, এই রূপান্তরের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত না থাকলেও সেই সবই উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠছে।' (২৫ : ৩৫) *A raw youth* বইতেও তিনি লিখেছিলেন, এ সময়ের কোনো লেখক যদি জীবনের স্থির ও সুশৃঙ্খল সংহিতা চিত্রিত করতে চান, নিজস্ব বর্তমানে এর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে না পেয়ে তাঁকে অদৃশ্য বাস্তবতার আধারিত ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার কথাই ভাবতে হবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো বিপুল প্রতিভাবান লেখকের হাতেও রুশ সমাজের নামে তৈরি হবে মরীচিকার ছবি (১৩ : ৪৫৪)।

দশ

A Raw Youth (১৮৭৫) প্রকাশিত হওয়ার নয় বছর আগে টলস্টয়ের মহাকাব্যিক উপন্যাস *War and Peace* (১৮৬৬) প্রকাশিত হয়েছে। তাই অনুমান করা কঠিন নয়, পূর্বোধৃত মন্তব্যে দস্তয়েভস্কির ইশারা টলস্টয়ের প্রতি। তবে উত্তুঙ্গ প্রতিভার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত শিল্পসৌধ রুশ ইতিহাসের অভিব্যক্তি হলেও রুশ সাহিত্যের উপাত্ত নয়––এই ধারণার সঙ্গে খুব কম পাঠকই একমত হবেন। *War and Peace* যতখানি দ্বন্দ্ব-সংঘাত পূর্ণ অনিশ্চয়তার নথি, স্থিরতা ও স্থায়িত্ব সম্পন্ন বাস্তবতার ছবি ততখানি নয় এবং সেইজন্যে তা মরীচিকার আখ্যান : এই সরলীকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সমীচীন নয়। প্রকৃতপক্ষে উত্তরসূরি টলস্টয়ের প্রতিতুলনায় দস্তয়েভস্কির বিশ্ববীক্ষা ও সমকালীন বাস্তবতার প্রতীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই দুইজনের আখ্যানবিশ্বের নির্মিতি-প্রকরণও ভিন্নপথগামী। কল্যাণ ও আস্তিক্যবোধে আধারিত টলস্টয়ের সৃজনী ভুবন নিঃশ্বাস নেয় নৈতিকতার-স্থৈর্যে-পুনর্গঠনে। তাঁর কাছে জীবন আস্থাও আশার আশ্রয়ভূমি। যত দুর্বিপাক নেমে আসুক, জীবন খোঁজে বিশ্বাস ও স্বাভাবিকতার স্পর্শমণি। *War and Peace*-এর রোস্টোভ কিংবা *Anna Karenina*-র ওবলেনস্কি ঐ খোঁজের মাহাত্ম্য অহরহ বুঝিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে কি বাস্তবতার মরীচিকা বলতে পারি? এ-প্রসঙ্গে সমালোচক লীদারবেরোর মন্তব্য উদ্ধৃত করে দস্তয়েভস্কির কাছে ফিরে যেতে পারি : 'Stability is the keynote of Tolstoy's novelistic world;life recomposes itself in the end; the rippels that have momentarily disturbed the surface eventually fade to reveal again the underlying permanencies.' (প্রাগুক্ত : ৭)

শেষপর্যন্ত জীবন নিজেকে পুনর্গঠিত ও পুনর্বিন্যস্ত করে নেয় কিনা দস্তয়েভস্কির আখ্যানবিশ্বে : এইটেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। 'Crime and Punishment'- এ যা ঘটল

তা কি সাময়িক কিছু ছোট ছোট ঢেউয়ের দ্বারা বিক্ষুব্ধ বর্হিকাঠামোর সমস্যা? রাস্‌কোলনিকোভের সংকট কি নিছক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার পরিণাম যার অভিঘাত কিছু সময় পেরিয়ে গেলে নিস্তরঙ্গ জলরাশির মতো হয়ে যাবে? জীবনের মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন স্থায়িত্বের উপলব্ধি কি রাস্‌কোলনিকোভকে 'জাগিবার গাঢ় বেদনার / অবিরাম-অবিরাম ভার' দিতে পেরেছিল? মানব-সত্তার অন্তহীন সম্ভাবনার পরিসর প্রচ্ছন্ন থাকলেও তা কর্ষণ করার বদলে কেন কেউ কেউ অন্তরের গভীরতম প্রদেশে-থাকা গোপন তমিস্রা দ্বারা তাড়িত হয়, অন্তহীন এই জিজ্ঞাসার উপস্থাপনাই যেন করেছেন দস্তয়েভস্কি। এই জিজ্ঞাসা মূলত আস্তিত্বিক ও দার্শনিক। এবং এই জন্যই বিদ্বজ্জনেরা উনিশ শতকের বহু বিতর্কিত দার্শনিক নীৎশের ভাবনা-প্রস্থানের সঙ্গে *Crime and Punishment*, *The Devils*, *Notes from the underground* প্রভৃতির বয়ানে সাযুজ্য খুঁজতে চেয়েছেন। বিষয়টি খুব জটিল ও বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। আপাতত এইটুকু লিখছি যে নীৎশে দস্তয়েভস্কির উপন্যাস সম্পর্কে অবহিত থাকলেও ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণাকারী এই দার্শনিক সম্পর্কে দস্তয়েভস্কির কোন মন্তব্য পাওয়া যায় না। যে-কথাটি বিশেষভাবে লেখা প্রয়োজন, তা হল যিশুখ্রিষ্ট ও জীবন-সত্যের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে দস্তয়েভস্কির ধারণা খুবই কূটাভাসময়। প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত শৈশবে পারিবারিক পরিসরে দস্তয়েভস্কির ধর্মবোধ যেভাবে গড়ে উঠেছিল, পরিণত জীবনেও তার দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়া তাঁকে প্রভাবিত করেছে।

পেট্রাশেভস্কি-বলয়ে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার পর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের (সাইবেরিয়ার নির্বাসনসহ সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার সময়) তিনি কেবল রূঢ়তম বাস্তবের মুখোমুখি হননি, অন্তর্লীন ধর্মবোধকেও নতুনভাবে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। জীবনের সর্বশেষ কথাকৃতি *The Karmazov Brothers*-এ লেখকের দার্শনিক-সামাজিক-আধ্যাত্মিক-নৈতিক উপলব্ধির চূড়ান্ত সংশ্লেষণ ঘটেছে যেন। স্পষ্টতই প্রতিটি অনুষঙ্গ নিয়েই স্বতন্ত্র বিশ্লেষণী প্রতিবেদন রচনা সম্ভব। আপাতত শুধু এইটুকু লিখবো যে রুশ জনজীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকালের নথিরক্ষক হিসেবে দস্তয়েভস্কি বহুমাত্রিক আলো ও অন্ধকারের বিচিত্র জটিল দ্বিবাচনিকতার গ্রন্থনা করেছেন। *The Idiot* প্রসঙ্গে হেনরি জেমস-এর এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য : 'It's life that matters, nothings but life – the process, of discovering, the everlasting and perpetual process not the discovery itself at all'। হ্যাঁ, জীবনই সার-সত্য। সেই জীবন যা অস্তিত্বের নির্যাস নিঙড়ে নিয়ে নিরন্তর হয়ে ওঠার তাৎপর্য বুঝে নিজেকে ও পরিপার্শ্বকে উদ্‌ভাসিত করে। কী অর্জিত ও আবিষ্কৃত হলো তার যত গৌরবই থাক, অর্জন-আবিষ্কার-হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় কিছুই।

প্রখ্যাত সমালোচক গ্যারি সাউল মোরসোন *The Idiot* উপন্যাসের নির্মাণ-প্রকল্প বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই চমৎকার মন্তব্য করেছেন : 'Time is radically open in the Idiot. Ther is no structure, there are only impulse, possibilities, experimentation and process. ...And we best appreciate the Idiot not when we have read it but while we are reading it… The Idiot cultivates the aesthetics of the imperfective aspect.' (২০০৯ : ২২৮)। কথাগুলির তাৎপর্য আমাদের গভীর অভিনিবেশ দাবি করে। ১৮৬৭ সালের আগস্টে উপন্যাস শুরু করার পরে দস্তয়েভস্কি যে আখ্যান-নির্মাণের প্রকল্প নিয়ে বারবার ভেবেছেন এবং নানারকম পরিকল্পনা করেছেন, সে-সময়কার চিঠিপত্রে ও নোটবইতে তাঁর পর্যাপ্ত নিদর্শন পাই। প্রিন্স মিশকিন শুরুতে যে শিশুসুলভ সারল্যে উপস্থাপিত তা লেভেডেভের মতো সুযোগ-সন্ধানীর সুবিধা করে দিয়েছে। কিন্ত ক্রমশ তাঁর স্বভাবের যত বিবর্তন ঘটেছে, তাতে দেখা যায়, তার আত্মসচেতনতার অভাব নেই এবং জাগতিক আচরণ বিধি সম্পর্কেও সে যথেষ্ট অবহিত। আবার উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র গানিয়া মিশকিনকে কয়েকবার *The Idiot* বিশেষণ দিয়েছে। বন্ধুতা ও শত্রুতার মধ্যে আন্দোলিত হলেও শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে গানিয়া কার্যত মিশকিনের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন এবং আখ্যানে তার প্রায় কোনো ভূমিকাই নেই। সমালোচকেরা অনুমান করেছেন যে দস্তয়েভস্কি বরাবর উপন্যাসের প্রকল্পে পরিবর্তন করে গেছেন। আখ্যানতত্ত্বের নিরিখে এই অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার কোনো আলাদা তাৎপর্য আছে কী না, এই পর্যালোচনা স্বতন্ত্র পরিসর দাবি করে। তবে কি *The Devils* নামক আখ্যানের মতে এই উপন্যাসেও তিনি আস্তিত্বিক রহস্য-কথা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন? প্রশ্ন হলো, অনিশ্চয়তা ও সিদ্ধান্তহীনতার প্রবণতা কি প্রকৃতপক্ষে দস্তয়েভস্কির জীবন-ভাবনা ও আখ্যান-ভাবনার মূলাধার?

এই নিরিখে, কথাকারের ম্যাগনাম ওপাস *The Karmazov Brothers*-এর আখ্যান-প্রকল্প নিছক পারিবারিক আখ্যানের মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস-প্রতিন্যাসের মধ্যে নিরুদ্ধ না থেকে খ্রিষ্টীয় নৈতিকতা ও সত্তার স্বাধীনতা বিষয়ক আকল্পের উচ্চাবচতাময় দ্বিবাচনিকতার অভিব্যক্তি হয়েছে কি? প্রকৃতপক্ষে এইসব জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তর প্রয়াস বিবিধ বিতর্কের জন্ম দিতে পারে। যেমন ইভান কারমাজোভের বিদ্রোহে এবং তার যুক্তি-বিন্যাসের নিজস্ব ধরন কি বেলিন্স্কির নিরীশ্বরবাদী প্রবণতার বিলম্বিত ছায়ার নিদর্শন? আপাতভাবে *Poor Folk* রচনার অল্প কিছুদিন পরেই বেলিন্স্কির সঙ্গে দস্তয়েভস্কির মতবিরোধ হলেও ইভানের মধ্যে তাঁর সম্ভাব্য অনুপস্থিত উপস্থিতির তাৎপর্য কতখানি? এ ধরনের বিতর্ক রাস্কোল্নিকোভ, মিশকিন কিংবা *Notes from the underground*-এর উত্তম-পুরুষে বিন্যস্ত কথক-সত্তা সম্পর্কেও প্রযোজ্য হতে পারে।

এগারো

শেষোক্ত কুশীলবটি কেন অতিরেকমূলক উচ্চারণ করে, এ বিষয়ে আলোচকদের জল্পনা বহু পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে : 'I did not manage to become anything, let alone mean : i did not become mean or kind, scoundrel or an honest man, a hero or an insect.' (১৯৯০ : ২১৫) আরও কিছুক্ষণ পরে কথক-সত্তা জানাল : 'After all said and done, gentleman, better do nothing! Conscious inertia is best! And so hurrah for the underground! ... I also know that it is not the underground that is better but something else, something quite different which I long for but simple cannot find. To hell with the underground!' (তদেব : ২৪২) বস্তুত সারা বয়ান জুড়ে এরকম আপাত-আত্মখণ্ডনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। গুহায়িত মানব সত্তা কেন অন্তহীনভাবে নিজেই নিজেকে পরখ করে নিচ্ছে : অস্তিত্বের গোলকধাঁধায় কোথায় তার প্রকৃত অবস্থান! কূটাভাসের নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশে আরম্ভ আছে কিন্তু সমাপ্তি নেই। কথকস্বর যেন আত্ম-নিরাকরণে উৎসুক জ্ঞানপাপী। ব্যতিক্রমী এই আখ্যানকৃতির শেষ প্রান্তে পৌঁছে বুঝে নিই, স্বতোবিচ্ছিন্ন কথক-স্বর প্রকৃতপক্ষে এই বার্তা দিচ্ছে যে বাস্তবের চেয়ে বেশি রহস্যময়, বেশি দুরবগাহ আর কিছু নেই : 'How interesting it would be if I were to write lengthy stories telling how I neglected my life, indulging in moral corruption, huddling in my lonely corner, not mixing in a set, getting out of touch with living people, and vanity in my underground. In anovel there has to be a hero, and here I have intentionally assembled all the traits befitting an anti-hero, and most important of all, all this produces a most unpleasant impression we have all lost touch with life, we all of us limp along, some more, others less.' (তদেব : ৩৩২)

কথক-স্বর এই যে 'অভিপ্রায়'-এর কথা বলেছে তা কি শুধু তারই? নাকি সেইসঙ্গে তার স্রষ্টা দস্তয়েভস্কিরও! কেননা যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের চেয়ে উচ্চতর শিল্পিত ব্যঞ্জনাময় বাস্তবই কাঙ্ক্ষিত তাঁর। স্বেচ্ছাবন্দি গুহায়িত মানব-সত্তা যদি বিপ্রতীপ নায়ক হয়ে ওঠে প্রতিস্রোতপন্থী অবস্থান গ্রহণের জন্য, তাতে পুনরাবিষ্কৃত হয় অবাধ অগাধ জীবনের রহস্য। এখানে কি তবে আখ্যানতত্ত্বের সম্ভাবনা নতুন দিগন্তে প্রসারিত হলো? বস্তুত এই রকম আরো বহু মৌলিক জিজ্ঞাসা দস্তয়েভস্কি কালে-কালান্তরে বিভিন্ন দেশের পাঠকদের মধ্যে উস্‌কে দিচ্ছেন। আমাদের তাই অর্জন করতে হয় প্রত্যুত্তর-যোগ্যতা কেননা লেখকের সৃজনশীল বিনির্মাণে সম্পৃক্ত হয়েই তো মানববিশ্বের অতলান্ত গভীরতা ও অপরিমেয় ব্যাপ্তির শরিক হতে পারি। তাঁর সমৃদ্ধ আখ্যানভুবনে যত ভ্রমি 'বিস্ময়ে', তিনি যেন ততই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছেন। হ্যাঁ, তাঁর জন্মদ্বিশতবর্ষ পূর্তির বছরেও। তাই এই প্রতিবেদনে দস্তয়েভস্কি-চর্চায় নতুন দিগন্ত সন্ধানের প্রস্তাবনা করা

হলো। আপাত-সমাপ্তিতে স্মরণ করি নাদেঝদা কাশিনার সুচিন্তিত মন্তব্য : 'Man is no slave – he loves to act in freedom, Dostoevsky tells us, Only that kind of freedom is morally acceptable which ensures the integrity of men's inner kernel of goodness despite all the pressureof the evil, of this world to mould him in its image' (*The Aesthetics of Dostoevsky* : Raduga : Moscow : 1987 : 79).

অবশ্যই আলো আছে শুধু আলোর আবিষ্কারে।

গ্রন্থপঞ্জি

Fyodor Dostoevsky, 1990. *Selected works* (10 vols), Raduga Publishers Moscow

Jacques Catteau, 1989. *Dostoevsky and the process of literacy creation*, Cambridge University Press

John Jones, 1983. *Dostoevsky*, Clarendon press, Oxford

Konstantin Mochulsky, 1967. *Dostoevsky : His Life and Work*, Princeton University Press

Malcolm V. Jones, 1990. *Dostoevsky After Bakhtim*, Cambridge University Press

Michael Holquist, 1977. *Dostoevsky and the Novel*, Princeton University press

M. M. Bakhtin, 1987. *Problens of Dostoevsky's Poetics,* Manchester University Press

Nadezhda Rashina. 1987, *The Aesthetics of Dostoevsky*, Raduga Publishers Moscow

Victor Terras, 1998. *Reading Dostoevsky*, University of Wisconsin Press

W. J. Leatherbarrow (ed), 2007. *The Cambridge Companion to Dostaevskii*, Cambridge Univerity Press